January, 2022
Volume 3, Issue 1

ANWESHAN

In Quest of Dimension

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् ।
तत् त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥

– ईशोपनिषद्, १५

RAJ YOGA KRIYA YOGA MISSION

Service to Atman is Service to Param Atman

स उ प्राणस्य प्राणः

ANWESHAN

MOUTHPIECE OF RYKYM

Digital Edition Release Date: 9th January 2022

Volume – 3: Issue - 1

Publisher:

RAJ YOGA KRIYA YOGA MISSION

401, S. R. K, Paramhangsa Apartment.

6, Dargah Tala Ghat Lane. Post, Bhadrakali

Uttar Para, West Bengal 712232

Copyright © RAJ YOGA KRIYA YOGA MISSION

Website: www.rykym.org

সংঘ মাতা - Sangh Mata:

শ্রীমতী সুজাতা রায় (Srimati Sujata Ray)

সম্পাদক মণ্ডলী - Editorial Team:

পাপিয়া চ্যাটার্জী (Papia Chatterjee)

সাকেত শ্রীবাস্তব (Saket Shrivastava)

সুদীপ চক্রবর্তী (Sudeep Chakravarty)

গ্রাফিক্স ডিজাইন এবং আর্ট ওয়ার্ক –

Graphics Design and Artwork:

দীপাঞ্জন দে (Dipanjan Dey)

সুজয় বিশ্বাস (Sujay Biswas)

 © 2011-22 RYKYM.org All Rights Reserved

অন্বেষন

রাজযোগ - ক্রিয়াযোগ মিশন - এর মুখপত্র

অষ্টম ডিজিটাল সংখ্যা

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

ওঁ

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম ।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

স উ প্রাণস্য প্রাণঃ

রাজযোগ ক্রিয়াযোগ মিশন

© 2011-22 RYKYM.org All Rights Reserved

CONTENT

1. Editorial 5
2. ক্রিয়াবানের দিনলিপি (Kriyaban's Diary Entry) 7
3. গুরু-শিষ্য কথা (With English Translation) 8
4. Is everything internal or something external as well that affects man 11
5. Goddess Kālī and Rādhā: In the Light of Kriya Yoga 14
6. রজ্জু'তে সর্পভ্রম 18
7. ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে 23
8. খাঁচা 30
9. নমঃ শিবায় 32
10. ক্রিয়াযোগ ও ভগবদ গীতা - ভাগ ১ 33
11. আলোকের অন্বেষণে 35

*প্রকাশিত লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব এবং এর কোনোওরূপ দায়িত্ব মিশন কর্তৃপক্ষের নয়।

*प्रकाशित आलेखों में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी हैं, तथा राज योग क्रिया योग मिशन उनके लेख के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है

*Views, thoughts, and opinions expressed in the articles belong solely to the author, and not necessarily to the Raj Yoga Kriya Yoga Mission.

 © 2011-22 RYKYM.org All Rights Reserved

Editorial

The Supreme soul or *Brahman* is inactive; the one to whom all operational powers have been bestowed is *Maya* or *Prakṛti*. *Prakṛti* is the equilibrium of the three *Guṇas*, which are her modes of operation. *Rajas* is responsible for creation, *Sattva* is for preservation, and *Tamas* is for destruction. The current pandemic spread across the world is the expansion of this *Tamasic* quality of *Prakṛti*.

Although destruction is a part of *Prakṛti's* play, it affects us the most as a human being because we are the most sensitive creature among all other species. It is good to be sensitive, but if this sensitivity is for everyone other than one's own acquaintances, then it shows the *sātvik* quality of a seeker. A true *kriyā yogī* is sensitive and has compassion for the whole mankind. His heart beats for everyone in the world because his consciousness knows no bounds.

Our great grandmaster Netai Charan Bandyopadhyay has said "Keep on practicing *Kriyā* to the best of your ability and capacity. Whosoever is called upon by sincere and devoted *Kriyāvān* shall promptly visit and render the required help".

Kindness, compassion, love, sensitivity etc. are the qualities that thrive in a proper *Kriyāvān*. So, it is our duty not to miss the opportunity to serve our society and country and contribute according to the best of our capacity.

Jai Guru

 © 2011-22 RYKYM.org All Rights Reserved

We offer our humble respects to Revered Shri Dubey Baba on his 86th Birth Anniversary

"... those Kriyāvāns who worship Kūṭastha daily during Kriyā practice using the method prescribed by the Guru, there is no doubt in their salvation. Prāṇayama plays a pivotal and important role in the entry passage of Kūṭastha. Therefore, our advice to the Kriyāvāns is to do Prāṇayama diligently and faithfully. Shri Lahiri Mahashaya and his disciples have fulfilled all the worldly responsibilities like an ideal householder, and by doing spiritual practice (Kriyā) at night, they also attained God. During the day, you can spend time completing your worldly duties and service to the family, and after resting 4- 5 hours at night, devote the rest of the time to your spiritual practice. By doing this, your life will be complete otherwise it will be lopsided. This human body is very precious. It is not wise to exhaust it completely in insignificant worldliness..."

- excerpt from Kriyā Yoga Rahasya

(The Secret of Kriyāyoga)

 © 2011-22 RYKYM.org All Rights Reserved

ক্রিয়াবানের দিনলিপি

প্রত্যেক সাধক'ই সাধনা করা কালীন নিজ আধার ও সাধনা অনুযায়ী বিভিন্ন দর্শন ও অনুভূতি লাভ করে থাকেন। কিন্তু, বিবিধ-রূপী আপাতঃ দর্শন'কেও এক প্রকারের মায়া'ই বলা যেতে পারে। কারণ, সাধক যদি দর্শন'কে নিয়েই সর্বক্ষণ ভেবে যান, তখন তার উপলব্ধি এসে দর্শনেই সীমাবদ্ধ হয়, তার ওপরে আর যাওয়া বা ওঠা যায় না। আর, কোন সাধক যদি ভাবেন যে মা আমার সর্বক্ষণ হাত ধরেই আছেন, তাই মা আমাকে দিয়ে কখনও কোনো ভুল কাজ করাতে পারেন না, আমার সমস্ত কর্ম মা'ই করাবেন, তাহলে এই বিশ্বাস ও সমর্পণ ভাবই সাধক'কে এগিয়ে নিয়ে যায় সঠিক পথে। সাধক উপযুক্ত মাধ্যম এবং সদিচ্ছা সহ আত্মকর্ম করতে অগ্রসর হলে, মা মহামায়া তার সমস্ত মায়াজালে ছিন্ন করে স্বয়ং সাধকের বাকি কর্মটুকু নিজেই করে দেন এবং সাধককে সাধনায় অগ্রসর হতে সাহায্য করেন। স্থির না হওয়া অবধি সাধক দর্শন রূপে তার চঞ্চল মনের প্রকাশ'ই নিজ অন্তরে দেখে থাকেন। সাধক যখন স্থির হয়ে শিবত্ব'এর কাছে পৌঁছয়, তখনই সাধকের সম্মুখে প্রকৃতি তার প্রকৃত রূপ নিজ দর্শন অনুভূতিতে ধরা দেয়। এর জন্য সাধকের সুদৃঢ় সাধন এবং গুরুকৃপা'ই একান্ত কাম্য; — জয় গুরুদেব।

 © 2011-22 RYKYM.org All Rights Reserved

।। guru sishya katha ।।

- by Yogacharya Dr. Sudhin Ray

দুই চোখ বন্ধ না করলে প্রজ্ঞা চোখ খুলবে না, জাগতিক চোখ শুধুমাত্র বস্তু দেখছে তাই চোখ বুজেই ধ্যান করতে হয়। চোখ বুজলেই অন্ধকার ঐ খানেই কূটস্থ। কূটস্থ হচ্ছে একটা অবস্থা। চৈতন্য কূটের মধ্যেই আছে বিপরীত ভাবে। ভগবান বলছেন "মাং অনুস্বার" অর্থাৎ অনুস্বার কি জানো (ং) অর্থাৎ ॐ কার ধ্বনি (নাসিকার) হও, শূন্যটা হলো কূটস্থ। যেখানে প্রাণের অধিষ্ঠান আর লেজ'টা হচ্ছে প্রাণের অবতরণ। অনুস্বার এর উপরে হচ্ছে বিসর্গ (ঃ)। অর্থাৎ দুই বিন্দু পরমাত্মা ও জীবাত্মা, প্রাণ ও প্রাণেরও প্রাণ। তার ওপরে হচ্ছে চিদাকাশ; ভগবানের এক অংশ এক কলা হিসেবে ধরা হয়েছে। এই এক কলা হচ্ছে চন্দ্র তারপর হচ্ছে চন্দ্রবিন্দু। বিন্দুর জ্যোতিটা এক কলা চাঁদের মত

 © 2011-22 RYKYM.org All Rights Reserved

হয়েছে। বিন্দুর জ্যোতির প্রকাশ ঐ এক কলা ধরে আছে। আর এসব আমাদের দেহে ও জগতে মিশে আছে। এই জ্যোতির উপরে আছে অন্ধকার - সেখানে যেতে হবে। ঐখানে তাঁর অবস্থান।

আধারে ভেদ জ্ঞান আছে, কিন্তু আঁধারে তার অবস্থান, সেখানে ভেদাভেদ নেই। বিন্দুর মধ্যেই সমস্ত সৃষ্টি। বিন্দুর জ্যোতিকে ঘিরে ধরলো মন, তাই আধার হয়েছে। আধারকে না ভুলতে পারলে অন্ধকারে যাওয়া যায় না। স্থূল চোখে তো শুধু আধারই দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু আঁধারে যেতে চাইলে চোখ বুঁজতে হবে আর প্রজ্ঞা চোখ দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে। কূটস্থই হচ্ছে সেই প্রজ্ঞা চোখ যা আকার নিরাকারের উপলব্ধি আনে। উপলব্ধি না এলে বিরক্তি আসে। এই বিরক্তির কারন হচ্ছে, অব্যক্ত নিজের কাছে যেতে বলছে, আর এই টানেই চোখ বুজে যায় তখন ব্যক্ত ও অব্যক্ত এক হয়ে যায়। এইসময় মন ঊর্ধ্বমুখী হয়, আর সাধকের কাজ হচ্ছে জোর করে দড়িটা টানা কিন্তু পরে আর টানতে হয় না। আপনেই ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে চলে যায়।

ধ্যান তখন আর করতে হয় না - আপনা থেকেই হয়, কূটস্থে স্থিতি পাকা ভাবে হওয়ায় ধ্যান-অগ্নি সমস্ত অচৈতন্য নাশ করে ও সাধক চৈতন্য প্রাপ্ত হয়।

(Translation)

Guru-Disciple Talk – Gurudeva Dr. Sudhin Ray

Unless the gross eyes are closed, the eyes of *prajñā* (wisdom) cannot open. The gross eyes see only mundane things, that is why the *dhyāna* (meditation) is done with closed eyes. As soon as the eyes are closed, darkness descends, and in this very darkness, *kūṭastha* is present. [*The Sanskrit word kūṭastha is made up of two words kūṭa and stha. Although kūṭa has many meanings, one of them means house or abode.]*

Within the *kūṭa* (house), the *caitanya* (consciousness) dwells in a pure state. The Lord has said *"Māṃ Anusvāra"* means know what **Anusvāra* is, that means become the sound of *Ōṁ* (the sound which comes out of the nostrils).

[*Anusvara is a symbol used in many Indic scripts (Devanagari, Bengali, Burmese etc.) to indicate a type of nasal sound. Here Gurudeva is referring to Bengali script (ং), a circle above a slanted line]

A circle/zero (ং) above represents the *kūṭastha* where *prāṇa* resides and the tail (slanted line) represents the descent of *prāṇa*. *Visarga* **(*Visarga* is an allophone denoted as ঃ)** comes before *Anusvāra*. The two points of *Visarga* represent the *paramātmā* **(the Supreme Soul)** and the *jīvātmā* (*prāṇa*) - *prāṇa* and that which is the *prāṇa* of *prāṇa*. Above this, there is *Cidākāśa* **(space or ether of consciousness)**.

A part of God is regarded as a *kalā* **[*kalā* represents the grade of Avatars (incarnation of a deity) by the attributes they display. The 16 phases of moon are also known as *kalā*]**. One of the ***kalā*** is the moon, followed by the Moon-dot or *Chandrabindu* **[*Chandrabindu* (ঁ) is a diacritic sign with the form of a dot inside the lower half of a circle].** Bindu's (dot's) light is a *kalā* which is like a moon. The radiance of the Bindu's light is holding that one *kalā,* and this light pervades our body and this whole creation. There is darkness above this light. We have to reach there. That is where the abode of God is. There is discrimination in the material reality, but in darkness, where Supreme Soul is dwelling, there is no discrimination. The whole creation exists within the Bindu. The mind (*mana*) has caught hold that light of the Bindu, and material reality is formed.

As long as there is a reminiscence of material reality, one cannot enter the darkness. The gross eyes only witness the material reality, but to go into the darkness one has to close the eyes and seek the assistance of the eye of wisdom. *Kūṭastha* is the eye of wisdom that gives the realization of the form and the formless aspect of God.

 © 2011-22 RYKYM.org All Rights Reserved

In the absence of this realization, there is a dissatisfaction in the mind of the seeker. This dissatisfaction comes because the imperceptible (*Paramātmā*) is pulling the seeker towards Him.

As soon as there is a pull from His side, the eyes automatically close; then the imperceptible and the perceptible become one. At this time the mind enters a higher state. The job of the seeker is to pull the string with all his might; later, there is no effort required from the end of the seeker. The penetration of *brahmarandhra* (transportation from *Kūṭastha* to *vṛhad Kūṭastha*) happens automatically.

The necessity to meditate ceases, and it[meditation] happens on its own. When the position in the *Kūṭastha* becomes poised, all the ignorance gets burnt in the fire of meditation (*dhyānāgni*), and the seeker attains God's consciousness.

RYKYM Guru Lineage

 © 2011-22 RYKYM.org All Rights Reserved

"Is everything internal or something external as well that affects man"

– Saket Shrivastava

The very topic suggests that the writer is trying to explore the relationship between internal and external environments that may or may not be identical for all and therefore remains a subject matter of discussion. By internal is implied that which cannot be expressed by words of mouth or writing while external implies that which is perceivable by all and sundry. The external environment here does imply not only the environment in which one is born and brought up but also the planetary positions governing him irrespective of whether or not he knows or believes it.

So far, this writer is concerned he has closely observed some very powerful external factors affecting and plundering his scrupulously arranged internal environment. Is it true then that the author is not that mentally strong or his internal chemistry which implies mind and management is under absolute control of the external environment? The writer however feels that it is not so as perceivable from outside since the position of planets and their effects in functioning of Evolution cannot be denied as pointed out by the Master. In the entire planetary structure, the Sun and Moon are the only celestial bodies visible to the naked eyes while nine planets and several others remain invisible with each of them having a magnetic pull-on living organisms of this planet irrespective of whether or not it is understood by man. Since the mind is not that developed in species other than humans, it is only the human beings that can understand the pull of the planets and their aftereffects if one at all is serious enough in understanding it.

It is easier to belittle someone by accusing him of not working hard and lamely believing in fate in case he faces upheavals in life, but it is equally difficult to understand the subtle effects of planets and the heavy role that they play in the lives of human beings. From his experiences so far, this author has realized that no one, absolutely no one can exist in isolation and that every little creature of this Evolution has a role to play in his overall growth. If the whole does not support, there is no question of someone growing and therefore it is wrong to assume that someone has excelled in his life only by dint of his own efforts and hard work. Only if one is alert enough would he be able to understand that men, animals, trees, planets, and entire external environment have been responsible for one's overall growth and development. However ordinary man hardly understands this as

 © 2011-22 RYKYM.org All Rights Reserved

the same is beyond the understanding of gross mind.

So long as one is caught in the middle, which is but the status of almost all men, there is no escape from the effects of external environment on the inner mechanism of man. Now how do such external factors affect man internally is a question that needs to be answered by one's own individual efforts. Of course, the internal environment is all powerful and has the capacity to reject or accept the advances of external environment but once such advances become too aggressive and have the capacity to plunder or dethrone the very beautifully knitted structure of the internal mechanism, there is no way but to go into hibernation or gain sufficient momentum to fight it back since mere rejection would not be suffice then to avoiding it. To explain it more easily we can take the example of wind and storm. By closing the windows, we may not allow the wind to enter our room, but the purpose hardly gets served in case of storm or earthquake when the house itself becomes insecure and therefore unfit to provide security. At that time, it becomes wise to wind up oneself for conserving energy and wait for the storm to pass by lest the energy in fighting the storm would be wasted. However, it is intellect alone that can enable man to discriminate between wind and storm as all circumstances in life are neither storm nor wind. While we need sunshine, rain, wind to survive, we need to refrain or protect/guard ourselves from storm, thunder, cloudburst, or earthquake. The logic being that while it is all the more important to be strong within by having a sound mind with a sound body, in presence of something dangerous in the external environment one needs to act wisely as all the external factors should not always be confronted with but sometimes avoiding and waiting pays dividend.

Hence to deny the effects of external factors on the progress and upbringing of man is quite childish since boasting of one's mental energy in dealing with all facets of life while ignoring the very strong external influences only aggravates one's ego that ultimately leads to man's downfall. Most of the time man boastfully thinks that everything is running in order only due to his own efforts and wisdom and that there is no contribution of anyone whatsoever. This myth gets broken when his inner order receives a blow from outside, either natural or manmade, that makes him realize that in addition to hard work and efforts there is something beyond his control which the realized masters call fate or the influence of planetary positions in life. Such an understanding is beyond the purview of ordinary man deeply engrossed into his materialistic ways of life.

No wonder Master points out that by practicing kriya yoga devotedly one may gain the desired balance between his physical and mental energies for facing all external challenges without being disturbed internally but then the practice must be proper and consistent. However, such an act has often been found difficult by this writer himself as the very mind that kriya yoga aims at dealing with undergoes rampant vacillation due to disturbances caused by such external factors. However as emphasized by the Master there is hardly any way out else one has to succumb to the external environment that has a tendency to gulp him down if he is not alert enough. So, we may conclude that though internal management or inner engineering is all powerful, yet external environment may deeply affect the inner or internal mechanism of man if he does not remain sufficiently alert in tackling the situation for which patience, perseverance and faith are a must.

For the physical survival of man and all other species food, water, air, sunlight, land and sky have been provided free of cost by Nature. However due to his incessant and insatiable desires man has exploited land, food, air and water to alarming levels. Adding to such pollution he has polluted his thoughts by engrossing himself in false identifications, prominent among them being religion and region the latter being represented by land. If closely observed the failure of man to separate water, air, sunlight, and sky (being too subtle for him to comprehend) has propelled him to usurping land and demarcating it as mark of

 © 2011-22 RYKYM.org All Rights Reserved

identity resulting thus in creation of regions, tribes, nations, etc that have bred only enmity. It is a matter of fact that due to excessive exploitation of land owing to man's wantonness land apt for habitation has become scarce, with water and air falling next in the line. Instead of thinking and finding solutions to such imminent dangers man is found busy fighting his own fellow men out of his mad identifications like region, religion, politics or otherwise.

 © 2011-22 RYKYM.org All Rights Reserved

Goddess Kālī and Rādhā: In the Light of Kriya Yoga

– Dipanjan Dey

The *Āgama śāstras* are the principal bodies of knowledge when one looks in the domain of Tantra. Though the *Āgama śāstras* have been mostly linked with Shaktism, there are in fact 108 *Vaiṣṇava Āgamas* reported till date. Then there are *Śaiva Āgamas* and *Śākta Āgamas* followed by many more *Upa-āgamas*. Goddess Kālī is among the *Daśa Mahāvidyās* (ten principal Goddesses mentioned in the *Tantras*) and also holds a very significant stand as a deity in the Śākta Āgamas. Here we will briefly look at her image and try to understand the imagery that hides underneath.

Rādhā and Kṛṣṇa together is perhaps one of the most worshipped deities in India along with Kālī and Śiva. But many scholars [1] believe that the concept of Rādhā and her association with Kṛṣṇa is rather modern and appears first only in the *Brahmavaivarta Purāṇa* and that too in the modern versions available today, doubting her as an imaginary character and projected in later years. There is no mention of Rādhā in the primary sources concerning Kṛṣṇa such as the *Śrīmad-Bhāgavatam* and *Mahābhārata*. However, Śrī Chaitanya accepted, realised and widely spread the ideas connected to the Rādhā-Kṛṣṇa philosophy. In fact, most if not whole of the *Gauḍīya Vaiṣṇavism* has taken its shape around this philosophy. This is in sharp contrast with the ideas mentioned above. Nonetheless, in our study we shall try to discuss and look at her in the light of yoga, as the Rādhā-Kṛṣṇa philosophy has much deeper layers into it. For now, let us look at Kālī.

Among all the images of Goddess Kālī, the image of Dakṣiṇa Kālīkā is very popular. It is said to have been conceptualised by sadhaka Krishnananda Agamavagisha (Mahamahopadhyaya Krishnananda Bhattacharya, author of the '*Vṛhat Tantrasāra'*) according to the Divine Mother's wish. Before that, Kālī was worshipped in various other forms mostly not suitable for the worship of ordinary householders and also in *yantras* and *Ghaṭa* (a vessel/ pot filled with water, and branch of five leaves of five plants each. It is established or consecrated as the Deity of worship).

In this image, her outstretched tongue is the symbol of *Khecarī Mudrā* which is one of the most important parts of Kriya practise that is handed down in the Guru lineage of Lahiri Baba. *Khecarī Mudrā* is a necessity in all the kriyas. Attainment of *Khecarī* up to a certain level is also a very crucial step in order to proceed for the higher kriyas. Thus, the Divine Mother is showing us the *Khecarī Mudrā* with her tongue. It is also sometimes interpreted as the symbolism of *sattva* (white, teeth) gaining victory over *raja guṇa* (red, tongue). The *Khecarī* has also been linked and hinted at in the Tantras as the process of '*māṃsa bhakṣaṇa*' (eating meat), as a part of the '*pañca makāras*' [five M's are: *madya* (wine), *māṃsa* (meat), *matsya* (fish), *mudrā* (money), and *maithuna* (intercourse)]. The proof is explained in the Āgamasāra as:

माँशब्दाद्रसनाज्ञेयातदंशानरसनाप्रियान ।

सदायोभक्षयेद्देवि स एवमांससाधकः ।।

māṁ śabdādrasanājñeyātadaṃśāna rasanā priyāna ।

sadāyobhakṣayeddevi sa evamāṃsasādhaka: ॥

Various other Tantric texts contain similar explanations regarding the *pañca makāras*.

The Divine Mother holds a falchion or sabre kind of weapon in her upraised left hand. If one notices carefully, an eye can be seen engraved in it. With this weapon, she cuts the demon's head. The

 © 2011-22 RYKYM.org All Rights Reserved

severed head is seen on her left hand below. The demon represents the various lustful desires of man.

Goddess Kali Carries Khadga in Her upper left hand

The weapon with an eye inscribed in it represents the intuition and power of discriminating the real and the unreal which comes through the spiritual eye (*Kūṭastha*). Mother Kālī also has the colour of Kūṭastha: Blue/ black. Both the colours have been described and used in the images of Kālī as her body colour.

It is also interesting to note the role of her consort Śiva as he too is seen along with Kālī, lying rather inactive below her feet. In case of Dakshina Kālīkā, the left feet of the mother can be seen below Śiva's *Mūlādhāra* region and right foot placed at the heart centre i.e., *Anāhata* region. Here Śiva being the sadhaka has raised his Kuṇḍalinī, the ultimate primordial source of energy (snakes are often seen at his head and neck) and Kālī is that aspect of the Kuṇḍalinī when it is raised and active. Hence Kuṇḍalinī or Kālī being active, the sadhaka (Śiva) has no function but to simply be a mere observer. The active and passive states of Kālī and Śiva respectively also reflects the *Saguṇa* aspect of the Brahman (who is the creator, preserver and destroyer) and *Nirguṇa* aspect of the Brahman (observer and inert).

Śrī Ramakrishna during his sadhana, practised according to both the Śākta and Vaiṣṇava aspects of God Realisation. His realisation during the sadhana of '*Madhur Bhava*' is noteworthy and is perhaps the highest kind of realisation of this philosophy one has ever heard of. Swami Saradananda has recorded this phase as follows [2] – "*...Thus understanding that the attainment of the vision of Krishna was impossible without Radha's grace, the Master now applied himself thoroughly to gaining her favour. Lost in the remembrance and reflection of her form, the very embodiment of love, he incessantly offered at her lotus feet the ardent emotions of his heart. Consequently, he was very soon blessed with the vision of the holy form of Radha, devoid of the slightest tinge of lust. He now saw that this form also disappeared into his own body like the forms of other deities when he had had their visions.... From now on, the Master began to realize himself as Srimati in ecstasy. He completely lost the consciousness of his separate existence, on account of his profound contemplation of the holy form and character of Radha and through his ceaseless feeling of identification with her. Therefore, it can certainly be said that his love for God born of his Madhura Bhava developed into (and became as profound as) Radha's. For, in reality, all the signs of the Mahabhava, which is the ultimate state of the Madhura Bhava, were manifested in him after his realization of the above-mentioned vision, even as they were in Radha and Gauranga...*".

Now let us briefly look at one of the significant aspects of cultural exchange between the Śākta and Vaiṣṇava traditions that happened in the precolonial Bengal. The rise and immense

 © 2011-22 RYKYM.org All Rights Reserved

popularity of *Gauḍīya Vaiṣṇavism* especially after the advent of Śrī Chaitanya Mahaprabhu, led to cultural feedback from the practitioners of Tantra at some point. The '*Rādhātantram*' among others, is one of the prominent works that emerged during this period. In the *Rādhātantram*, Rādhā has a separate entity as a Goddess. Here Rādhā and Kṛṣṇa both have been portrayed as a manifestation of the Goddess Kālī. Kṛṣṇa on the other hand has consciously forgotten his self and wants to know the primordial energy of the cosmos. Rādhā helps him in his realisation as his guide and together they realise themselves as one with the Divine cosmic principle [3].

The concept of Rādhā-Kṛṣṇa has also been widely explored by Kriyavans of Lahiri Mahashay's lineage. '*Śrī Kṛṣṇa*' is '*Śrī*' and '*Kṛṣṇa*'. '*Śrī*' comprises of '*śa*', '*ra*' and '*ī*' ; *śa* means the breath, '*ra*' is the fire or *teja* of the body and '*ī*' means to see or observe. Thus '*Śrī*' means to '*observe the fire of body through the action of breath*'. '*Śrī*' is also one of the names of Rādhā mentioned in the *Nāradapañcarātra*[4]. Similarly, 'Kṛṣṇa' means to do '*karṣaṇa*' or ploughing which means the action of prāṇāyāma. Rādhā, akin to Kālī is the primordial energy source and thus also means Kuṇḍalinī shakti. The word '*Rādhā*' is formed with '*Rā*' and '*dhā*'. Let us look what the Vaiṣṇava texts imply as the meaning of 'Rādhā':

राधेत्येवञ्च संसिद्धा राकारो दानवाचकः।

धा निर्वाणञ्च तद्दात्री तेन राधा प्रकीर्त्तिता।।

rādhetyevañca saṃsiddhā rākāro dānavācakaḥ।

dhā nirvāṇañca taddātrī tena rādhā prakīrttitā।।

This verse is from the list of names (or attributes) of Rādhā uttered by Lord Nārāyaṇa himself [5]. This tells us that '*Rā*' means 'to give' and '*dhā*' means 'nirvana'. Thus, Rādhā means 'one who bestows salvation'. The normal cycle of ingoing and outgoing breath in human beings can be said as '*dhārā*' or flow. Now when that normal flow is reversed, it is 'Rādhā'. This change of flow is to be learned from the mouth of the Guru.

One can observe that Kṛṣṇa and Kālī have similar body colour as described in the texts. The brilliant glow outside of the dark blue or black sphere of Kūṭastha is sometimes called Rādhā. Thus 'Rādhā-Kṛṣṇa' as a couple can be seen easily through the prāṇāyāma. Other allegories also follow this. Vṛndāvana is a land of forest (twelve main forests across 84 *krośa*), so is the human body with the lotus (*cakras*) and rivers (*nāḍīs*) etc. There is a popular Bengali song '*hari haraye namaḥ kṛṣṇa yādavāya namaḥ*' by Narottam Das Thakur of the Gauḍīya Vaiṣṇava Lineage. One-line remarks: 'when these six monks reside in the Vṛndāvana, they express the eternal Divine play of Rādhā-Kṛṣṇa'. These six monks may be referred to the actual human monks, or as the six chakras. It is interesting to note that the Dhyāna mantra or the description mantra for meditation on 'Viṣṇu' also points to the Kūṭastha. The Mantra is –

ॐ ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायण सरसिजासनसन्निविष्टः।

केयूरवान कनककुण्डलवान किरीटीहारी हिरण्मयवपुर्धृतशंखचक्रः॥

oṃ dhyeyaḥ sadā savitṛmaṇḍalamadhyavartī nārāyaṇa sarasijāsanasanniviṣṭaḥ।

keyūravāna kanakakuṇḍalavāna kirīṭīhārī hiraṇmayavapurdhṛtaśaṃkhacakraḥ॥

This means 'always meditate upon the form of Nārāyaṇa who resides inside the golden (Sun-like) sphere'. Here his ornaments '*keyūravāna kanakakuṇḍalavāna...*' etc. are the external light spheres of Kūṭastha. It is interesting to observe how the yogic allegories have been intertwined so nicely and with supreme expertise into the Jñāna pada, Kriyā pada, Caryāpada of the Āgamas and the daily worship of the Hindus. This subject is vast. We can have a separate study and discussion on these topics later on some other article. For now, since we are discussing Rādhā, let us also have a look at Kṛṣṇa, her eternal companion. The allegory of Kṛṣṇa does not end here. The form of Kṛṣṇa is '*Tribhaṅga-murāri*'. '*Tribhaṅga*' as described in the postures

 © 2011-22 RYKYM.org All Rights Reserved

of *Nāṭyaśāstras* means flexion or bending at three points in the body. This form of Kṛṣṇa is very well known where he is also seen playing the flute. The '*tribhaṅga*' signifies to break or rather untie the three mystical knots of man. These are also named as *Jihvā granthi* (tongue knot, also *Brahma granthi*); *Hṛdaya granthi* (heart knot, also *Viṣṇu granthi*) and *Mūlādhāra granthi* (also *Rudra granthi*). The flute which Kṛṣṇa plays has six holes for controlling the air and sound and a main hole for blowing it. It represents the *Suṣumnā* and the six *cakras*. Playing it emanates the sublime and ecstatic sound of *Praṇava* or *Oṁkāra*. Even the peacock feather on his crown is symbolic of the spiritual eye or Kūṭastha!

Rādhā is often described as the *HlādinīŚakti* of Kṛṣṇa and plays equal role in the creation. Śrī Rādhikā is the bestower of salvation and liberation to all bondages. That is why it is said in the Vaiṣṇava tradition that in order to reach the Lord, one must have first the grace of Śrī Rādhikā. It is because Śrī Rādhikā being '*Vṛndāvaneśvarī*' (the Goddess of Vṛndāvana), is the Goddess of the body as Kuṇḍalinī shakti.

Thus, the sadhaka belonging from either the Śākta or the Vaiṣṇava tradition needs to please the Divine Mother Kuṇḍalinī first in his ultimate goal to merge in the bliss of God.

"...Thou whose nature is Bliss Eternal-The Bliss of Brahman.

Thou dwelling like a serpent asleep at the lotus of Muladhara,

Sore, affected and distressed, am I in body and mind?

Do thou bless me and leave thy place at the basic lotus.

Consort of Shiva the Self-caused Lord of Universe,

Do thou take thy upward course through the central canal..." [6]

References –

1. *'Krishna Charitra' by Bankim Chandra Chatterjee.*
2. *Sri Ramakrishna: The Great Master by Swami Saradananda (Translated by Swami Jagadananda); Part Two, Chapter 14 "The Master's Sadhana of the Madhura Bhava".*
3. *Manring, Rebecca J. "Rādhātantram: Rādhā as Guru in the Service of the Great Goddess." International Journal of Hindu Studies 23, no. 3 (2019): 259-282.*
4. *Śrī Nārada-pañcarātra; Chapter 5.*
5. *Brahmavaivarta Purāṇa, Śrīkṛṣṇa janma khaṇḍa, Chapter 17, Verse 228.*
6. *Kundalini Yoga by Sri Swami Sivananda; "Prayer to Mother Kundalini".*

 © 2011-22 RYKYM.org All Rights Reserved

রজ্জু'তে সর্পভ্রম

- অমিতাভ দত্ত

রজ্জু'তে সর্পভ্রম, নাকি সর্প'তে রজ্জুভ্রম – ভাবতে বসলেই, মাঝে-মাঝে বড্ড দো-টানায় পড়ি। মনের এই একান্তই নিজস্ব উল্টোপাল্টা গতি - আসলে আমার আলস্যজনিত ফাঁকিবাজির ভাবনা, নাকি এইসব ভাবনার গোড়াতেই ফাঁকিবাজি আছে – তাও ধরতে পারিনে।

আদি শঙ্করের পরমগুরু আচার্য্য গৌড়পাদ তাঁর মাণ্ডুক্য উপনিষদ'এর কারিকা'য় বলেছেন:

অনিশ্চিতা যথা রজ্জুরন্ধকারে বিকল্পিতা ।
সর্পধারাদিভির্ভাবৈস্তদ্বদাত্মা বিকল্পিতঃ ॥ (২.১৭)

অর্থাৎ, রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম হয়, সেই রকম পরম পুরুষে সর্পভ্রমের মতই জগদ্‌ভ্রম হয়। রজ্জু সর্প বস্তুতঃ মিথ্যা হলেও যেমন সত্য বলে প্রতিভাত হয়, তেমনই দৃশ্যমান-জগৎ মিথ্যা হলেও সত্যরূপে আভাসিত হয়।

নিশ্চিতায়াং যথা রজ্জ্বাং বিকল্পো বিনিবর্ততে ।
রজ্জুরেবেতি চাদ্বৈতং তদ্বদাত্মবিনিশ্চয়ঃ ॥ (২.১৮)

অর্থাৎ, রজ্জুটির সঠিক প্রকৃতি নিশ্চিত জানার পর সমস্ত ভ্রম দূর হয় এবং এটি যে একটি রজ্জু ছাড়া অন্য কিছুই নয় সে বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। একই ভাবে, ভ্রম দূর হলেই জানা যায় যে, জগতের অধিষ্ঠান স্বরূপ সেই পরমাত্মাই কেবলমাত্র সত্য।

মনে এ প্রশ্ন আসে, দৃশ্যমান এই নিখিল বিশ্বরূপে যেটা দেখছি – সেটাই সঠিক, নাকি আসলে সেটা ভুল বা মায়া? আর যদি সেটা না'ই বা সঠিক হয়, – তাহলে তার আসল স্বরূপই বা কি?

 © 2011-22 RYKYM.org All Rights Reserved

প্রথমতঃ, ছোটবেলা থেকেই শুনেছি, যা হয় - সবই পূর্ব নির্ধারিত; বিধি লিখিত ঘটনার পরিবর্তন সম্ভব নয়। যথারীতি, এই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে বসলেই মাথাটা কেমন যেন ঝিমঝিম করে ওঠে। সত্যই তো, যদি সব কিছুই পূর্ব নির্ধারিত হয়, তাহলে, ঘটনার পরিবর্তন কি ভাবেই বা সম্ভব? উল্টোদিক থেকে ভাবতে গেলে, যদি কোনোও ঘটনা ঘটার পরে বসে ঘটনার রেকর্ড করা ভিডিও দেখে কোনোও কিছু বদলানোর ইচ্ছেও আমাদের হয়, তা বদলানো কিন্তু মোটেই সম্ভব হয় না। অর্থাৎ বলতে গেলে, 'সবই পূর্ব নির্ধারিত; বিধি লিখিত ঘটনার পরিবর্তন সম্ভব নয়' - তখনই, যদি আমরা রেকর্ড করা ভিডিও'রই বিভিন্ন চরিত্র রূপে অপাতঃ ঘটমান এই সৃষ্টিতে অবস্থান করি।

আপনি এখন এই লেখাটা পড়ছেন, অথবা আমি এই ক্ষণে আপনার দ্বারা এই লেখাটি পড়ার কথা ভাবছি - এই দুটো অপাতঃ বর্তমান ঘটনাই বাস্তবে অতীতই।

আমরা সবাই জানি, লেখাটা পড়ার সময় আলোক উৎস থেকে আলোক রশ্মি প্রথমে লেখাটাতে পড়ছে, তার পর সেটা প্রতিফলিত হয়ে আপনার চোখে যাচ্ছে। প্রতিফলিত সেই আলোক রশ্মি আপনার চোখের রড কোষ ও কোন কোষকে উত্তেজিত করলে, তা বিদ্যুৎ তরঙ্গ রূপে পরিবর্তিত হচ্ছে। অপটিক নার্ভ দ্বারা চোখের সেই বিদ্যুৎ তরঙ্গ আপনার মস্তিষ্কে পৌঁছে লেখাটির এক রূপ-বোধক, মস্তিষ্কে আপতঃ অস্তিত্বহীন, ছবির সৃষ্টি করছে।

আমরা জানি, যদিও আলোকের গতিবেগ অতিশয় প্রবল (প্রতি সেকেন্ডে 2,99,792 কিলোমিটার অথবা 1,86,282 মাইল); তবুও আলোক তরঙ্গ অল্প কোনোও দূরত্ব অতিক্রম করতেও সূক্ষ্ম-স্বল্প সময় একটা নেয়। গৃহীত এই সময়টার পরিমাণ আলোক-শব্দ-বিদ্যুৎ প্রভৃতি ভিন্ন তরঙ্গের প্রকৃতির উপর এবং অনেক ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী মাধ্যমের উপরেও নির্ভর করে। যথাঃ, আলোক তরঙ্গের গতিবেগ অপেক্ষা শব্দ তরঙ্গের গতিবেগ কম। আবার, শব্দ তরঙ্গের গতিবেগ জল (তরল) ও বায়ু (গ্যাস) মাধ্যম ভেদে ভিন্ন হয়। তাই, উৎস থেকে আলোক রশ্মির লেখাটতে প্রতিফলিত হয়ে, চোখের কোষে বিদ্যুৎ তরঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে, মস্তিষ্কে ছবির সৃষ্টি করা– স্বল্প হলেও সময় সাপেক্ষ।

অর্থাৎ, প্রকৃতপক্ষে আপতঃ বর্তমান এই লেখাটি আপনি অতীতে পড়ছেন।

এটা আরোও ভালো ভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব গতিমান বস্তুর ক্ষেত্রে। আপনি জানালা দিয়ে বাইরে দেখলেন, এক ব্যাক্তি সাইকেলে চলে গেলো। আপনি যেই ক্ষণে সাইকেল বা ব্যক্তিকে কোনোও নির্দিষ্ট অবস্থানে দেখছেন, উনি কিন্তু সেই নির্দিষ্ট ক্ষণে তার পূর্বস্থিত অবস্থান থেকে এগিয়ে গিয়েছেন, যেটা আপনার মস্তিষ্ক অল্প হলেও দেরিতে দেখায়। এই দেরি দ্রষ্টা সাপেক্ষে বস্তুর গতি ও দূরত্বের সাথে নির্ভর করে। যে কারণে, ভেতরে অবস্থিত ব্যাক্তি'র সাপেক্ষে একই দিকে সমান্তরাল ধাবমান দুটি ট্রেনের অপেক্ষা, বিপরীত দিকে ধাবমান ট্রেনের গতি অনেক বেশি বলেই মনে হয়। অর্থাৎ, আমরা যা দেখি - মস্তিষ্ক আমাদের আপাত বাস্তব হিসাবে যা বোঝায়, বাস্তব সে অপেক্ষা ভিন্নতর হওয়া একান্তই সম্ভব।

সুদূরে অবস্থিত বস্তুর ক্ষেত্রে, বিশেষ করে বহু আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত মহাজাগতীয় সুবিশাল বস্তু সমূহের ক্ষেত্রে এটা আরোও ভালোভাবে বোঝা যায়। এটা ভাবলেই আশ্চর্য হতে হয়, আমরা সূর্য্য'কে আট মিনিট কুড়ি সেকেন্ড পরে দেখি। কারণ, দৃশ্যমান সূর্য্য রূপে যা আমরা এখন দেখছি, সেটা সূর্য্য থেকে আসা আট মিনিট কুড়ি সেকেন্ড পূর্বের আলোকরশ্মি মাত্র। বর্তমানে আমাদের দ্বারা দৃশ্যমান সুপারনোভার বিস্ফোরণ হয়েছে হয়তো বহু লক্ষ বছর আগেই; এবং সুদূরে দৃশ্যমান কিছু নক্ষত্রের হয়তো বর্তমানে অস্তিত্বই নেই। অর্থাৎ, আমরা অতীতেই বাস করি।

গীতা'তে পড়েছি:

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্বরাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব
সব্যসাচিন্।।11.33।।
দ্রোণং চ ভীষ্মং চ জযদ্রথং চ কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা যুধ্যস্ব জেতাসি রণে
সপত্নান্।।11.34।।

শিষ্য অর্জুন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ভূমি'তে স্বজন হত্যায় অনিচ্ছুক এবং স্বীয় অপারগতা প্রকাশ করাতে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন'কে মোহমুক্ত করে বলছেন – তাকিয়ে দেখ অর্জুন,

 © 2011-22 RYKYM.org All Rights Reserved

আমি সবাইকে আগেই মেরে রেখেছি, তুমি তো নিমিত্ত মাত্র। অর্থাৎ, আপাত দৃষ্টিতে বর্তমান সমস্ত ঘটনবলীও বাস্তবে অতীত মাত্রই। আমরা অতীতেই বাস করি।

****

আমরা 3D অর্থাৎ তিন ডাইমেনসন বা তল বা মাত্রা'র মধ্যেই অবস্থান করি – যাতে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা আছে। আবার, সময়ের সাথে সাথেই গতিবিধির কারনে আমাদের স্থান পরিবর্তন হয়। তাই, সময়কে আরোও একটা ডাইমেনসন ধরে আমাদের সমগ্র গতিবিধি মোট 4D বা চারটি ডাইমেনসন এর মধ্যেই আবদ্ধ। আমরা ভিডিও গেম খেলার সময় দেখি, গেমের কোনোও চরিত্র, গেমের রিমোট কনসোলের গতিবিধি অনুসারে সময়ের সাথে সাথে ডান-বাম, সামনে-পিছনে, উপরে-নিচে মোট তিনটি ডাইমেনসন বা তলে নড়াচড়া করে। কোনোও একটি নির্দিষ্ট সময়ে গেমের চরিত্রটি যেকোনোও তিনটি তলে ঘোরাফেরা করতে পারে। সেই সময়ের বেছে নেওয়া পদক্ষেপ অনুসারে, পরবর্তী সময়ে চরিত্রটির ঘোরাফেরা পূর্বনির্ধারিত প্রোগ্রাম অনুসারে ক্রমশঃ নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। এই ক্ষেত্রে, চরিত্রটির গতিবিধি আপাতদৃষ্টিতে স্বাধীন মনে হলেও, বাস্তবে সবই পূর্বনির্ধারিত প্রোগ্রাম অনুযায়ীই হয় এবং তা গেমের বাইরের কোনোও শক্তি – 'অপারেটর' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

একই ভাবে, আমাদের আপাত গৃহীত প্রতিটি পদক্ষেপ বা কর্ম আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ বা জীবন নির্ধারিত করে। আপাত বর্তমান সময়-ডাইমেনশনে গৃহীত পদক্ষেপ ভিন্ন হলে, আমাদের পরবর্তী জীবনও অন্য সময়-ডাইমেনশনে ভিন্ন হওয়া সম্ভব। এটাই মাল্টি-ডাইমেনসন বা মাল্টি-ইউনিভার্স বা বহু-ব্রহ্মাণ্ড। ভিন্ন ডাইমেনশনের বিভিন্ন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড'এর ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন 'আমি'র অস্তিত্ব থাকাও খুবই স্বাভাবিক। ঠিক যেমন, একই ভিডিও গেম খেলা বিভিন্ন ব্যক্তি'র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একই গেম-চরিত্র অপাতঃ দৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন পদক্ষেপ করে। অর্থাৎ, আমরা যেটাকে ভাবছি আমাদের দ্বারা গৃহীত পদক্ষেপ, সেটা আসলে একটা বৃহত্তর পূর্বনির্ধারিত প্রোগ্রামের অংশমাত্র; যে প্রোগ্রামের প্রোগ্রামার বা অপারেটর বাস্তবে অন্য বিশেষ কেউ। কবির ভাষায় – 'এ বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু, আনমনে খেলিছ'।

এই মাল্টি-ডাইমেনসন বা মাল্টি-ইউনিভার্স বা বহু-ব্রহ্মাণ্ড আমাদের পুরাণে'ও আছে। কথিত – একবার প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁর ক্ষমতা সম্বন্ধে অহংকারী হয়ে ওঠেন। ভগবান শ্রী বিষ্ণু তখন প্রজাপতি ব্রহ্মা'কে চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে বলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা দেখেন তাঁর চারিদিকে সম্পূর্ণ তাঁরই মতো দেখতে অনেক ব্রহ্মা একই ভাবে হাঁসের পিঠে চেপে উড়ে উড়ে যাচ্ছেন। তখন ভগবান শ্রী বিষ্ণু বলেন, প্রজাপতি ব্রহ্মা হলেন মাত্র একটি ব্রহ্মাণ্ড'এর ব্রহ্মা; সৃষ্টিতে এই রকম বহু ব্রহ্মাণ্ড আছে, যাদের প্রতিটিতে রয়েছেন অধিপতি রূপে এক-একজন ব্রহ্মা।

আমাদের অন্নময় স্থুল দেহ বর্তমান দৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ড'এর অংশ রূপে আবদ্ধ থাকলেও, সূক্ষ্ম দেহ এই বন্ধন থেকে মুক্ত। যোগ্য সাধক তাঁর সাধন ক্ষমতায় স্বীয় স্থুল দেহের বন্ধন থেকে বেরিয়ে, সূক্ষ্ম দেহে বিভিন্ন ডাইমেনশনে অনায়াসে যাতায়াতে সক্ষম হয়।

সাধারণ মানুষও কোনোও বিশেষ সময় বা অবস্থায় এই বিভিন্ন ডাইমেনশনে যাতায়াতের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে; যদিও সেটাকে সে সঠিক রূপে নিশ্চয় করতে সর্বদা সমর্থ হয় না।

আমাদের অনেকেরই জীবনের কোনোও না কোনোও সময় বোধ হয় এই অনুভূতি হয়েছে যে, বর্তমানে ঘটমান কোনোও পরিস্থিতি অথবা ঘটনা যেন আগেও আমাদের জীবনে হয়ে গেছে। অনেক সময় এটাও হয়, প্রথমবার কারোর সাথে দেখা সাক্ষাৎ বা আলাপের পর মনে হয়েছে, যেন ঐ ব্যক্তিটি পূর্বপরিচিত; অথচ, সেই পরিচয়ের কোনোও ইতিহাস আমাদের কাছে থাকে না।

আমাদের এই অনুভূতিও অনেক সময়ই হয়েছে যে কখনোও স্বপ্ন যেন অতিমাত্রায় বাস্তব মনে হয়। নিদ্রাকালীন দেখা আমাদের স্বপ্ন কি নিছকই এক স্বপ্ন মাত্র; নাকি বাস্তবে তা স্বপ্নের ভেতরে দেখা এক স্বপ্ন বিশেষ। আমাদের দৃশ্যমান এই জগৎ কি আদৌ বাস্তব, নাকি এটাও এক স্বপ্ন-মায়া? আর, অস্তিত্বহীন এই স্বপ্ন-জগতের সকল চরিত্র হলাম আমরা সবাই, অনেকটা 3D হলোগ্রামের মতোই।

 © 2011-22 RYKYM.org All Rights Reserved

অনেক সময় স্বপ্নে আমরা অনেক কিছু দেখে থাকি, তার কিছুটা অতীত, আবার কিছু কিছু পরবর্তীতে আমাদের বাস্তব জীবনে ঘটে যায়। অর্থাৎ, আমরা নিদ্রা কালে বর্তমান স্থুল দেহ ছেড়ে স্বপ্নের মাধ্যমে সূক্ষ্ম দেহে স্বল্প সময়ের জন্য অন্য কোনোও সময়-ডাইমেনশনে পৌঁছে যাই, সেটা অতীত বা ভবিষ্যত, যেকোনোও কিছুই হতে পারে।

সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এই যাতায়াত অনিয়ন্ত্রিত হলেও, যোগ্য সাধক তাঁর স্বীয় সাধন বলে নির্দিষ্ট স্থান-কাল-ডাইমেনশনে ইচ্ছামত পৌঁছতে এবং পুনরায় ফিরে আসতে সক্ষম হন। সাধকদের এরূপ বিশেষ ক্ষমতায় আমরা অভিভূত হই এবং ত্রিকালদর্শী আখ্যা দিই।

বাস্তবে কোনোও বস্তুর বর্তমান অবস্থার উপর সঠিক ভাবে লক্ষ্য করলে তার অতীত এবং ভবিষ্যত বোঝা যায়।

কোনোও গোলরক্ষক তাঁর সন্মুখে আগত বলটির বর্তমান অবস্থা ভালো ভাবে লক্ষ্য করে এবং অতীতের গতিবিধি খেয়াল করে, বলটির ভবিষ্যত পথ সহজেই অনুধাবন করতে সক্ষম হয়; এই বিশেষ ক্ষমতা গোলরক্ষকের সুদীর্ঘ অনুশীলন-সাধনা সাপেক্ষ। এই ক্ষমতা আয়ত্তের পরে বলের গতিপথ বোঝার জন্য তাঁকে আর আলাদা করে কিছুই ভাবতে বা হিসাব করতে হয় না; এটা তাঁর অনায়াসেই আসে।

অর্থাৎ, সঠিক ভাবে দেখলে, কোনোও বস্তুর বর্তমান অবস্থার উপর তার অতীতের প্রভাব এবং ভবিষ্যতের রূপ সহজেই পরিলক্ষিত হয়।

একই ভাবে সাধক তাঁর সামনে কোনোও ব্যক্তি আসামাত্রই, ব্যক্তির বর্তমান অবস্থা ছাড়াও তার অতীত এবং ভবিষ্যত অতি সহজেই দেখতে পান; যদিও প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়ে সাধনলব্ধ বিভূতির দ্বারা ব্যক্তির অবস্থার পরিবর্তন তাঁরা সহজে করতে চান না।

এই বিশেষ গুণ, বলের ক্ষেত্রে আমরা গোলরক্ষকের অনুমান ক্ষমতা রূপে বললেও, কোনোও ব্যক্তির ক্ষেত্রে আমরা সাধকের বিভূতি-বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ি। প্রকৃতিতে এই গুণ সহজলভ্য, কিন্তু তা সাধন সাপেক্ষ।

****

পদার্থ ও শক্তির নিত্যতা বিষয়ে আমরা পড়েছি, পদার্থ বা শক্তির সৃষ্টি বা বিনাশ হয় না, সে কেবল তার একরূপ থেকে অপরে পরিবর্তিত হয় মাত্র।

অর্থাৎ, কোনোও জীবিত বা জড় বস্তুর বর্তমান ক্ষনের স্থিতি, তার অতীতের সৃষ্টি আথবা ভবিষ্যতের বিনাশ থেকে আলাদা বিশেষ কিছুই নয়। তথাকথিত আপেক্ষিক বর্তমানের মোহ'তে জীব রুপী আমরা আবদ্ধ হয়ে পড়ি মাত্র।

ষড় রিপুর অন্যতম 'মোহ' বিষয়ে পুরাণের একটা কাহিনী বলা যাক। এক ঋষি-পুত্র মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে পিতার কাছে অমরত্বের বিষয়ে প্রশ্ন করে পিতার আদেশে সুদীর্ঘকাল ব্যাপী শিব সাধনা করেন। সাধনা কালে সময়ের সাথে ঋষির সারাদেহ রোম দ্বারা ঢেকে গেলে তিনি 'লোমশ' নামে পরিচিত হন।

শিব'কে তুষ্ট করে মৃত্যুভয়ে ভীত লোমশ বর প্রার্থনা করলেন –'অমরত্ব'। জীব নশ্বর, তাই ভগবান শিব অমরত্বের বদলে ঋষি লোমশকে আমৃত্যু প্রতি সৃষ্টি-চক্রের অবসান কল্পে নিজ শরীরের একটিমাত্র লোম ত্যাগ করে সম্পূর্ণ লোমহীন না হওয়া পর্যন্ত সুদীর্ঘ জীবনের বর প্রদান করলেন।

ত্রেতা যুগে শ্রীরাম লঙ্কাবিজয় অন্তে অযোধ্যায় এক প্রাসাদ বানানোর জন্য মাটি খুঁড়লে, নিচে গুহাতে তপস্যারত লোমশ এক ঋষি'র দেখা পান। ধ্যানভঙ্গ করে রামের পরিচয় পেয়ে ঋষি বলেন - রাম এসেছো, অর্থাৎ ত্রেতা যুগ শুরু হয়ে গেছে। এরপরে আসবে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু, কলিযুগে ঋষি দেখা দেবেন না। শ্রীরাম গুহার স্থানে প্রাসাদ বানানোর ইচ্ছা প্রকাশ করতে ঋষি বলেন - কোনকিছু স্থায়ী নয়, পার্থিব বস্তু-সম্পদ মায়া-মোহ বৃদ্ধি করে, ফলে ভোগের লোভে জীব সৃষ্টি-চক্রে আটকে পড়ে। বংশের নাম-যশের অমরত্বের আকাঙ্খার উত্তরে ঋষি বলেন – নশ্বর প্রাণীর কাছে সময় খুবই স্বল্প, তাই নাম-যশ সমস্ত মোহ ত্যাগ কর।

শ্রীরাম জিজ্ঞাসার উত্তরে ঋষি বললেন – সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি – চার কাল ব্যাপী একটি সমগ্র সৃষ্টি-চক্রের অবসান হল এক 'কল্প'। একটি কল্পে আমার শরীরের একটি লোম ত্যাগ

 © 2011-22 RYKYM.org All Rights Reserved

হয়। বর্তমানে আমার হাঁটু অব্দি লোম ত্যাগ হয়েছে। এভাবে সারা শরীরের লোম ঝরে গেলে শিবের আশীর্বাদে 'মুক্ত' হবো আমি। সৃষ্টি চক্রের কাছে নিজের ক্ষুদ্রতা অনুধাবন করে শ্রীরাম কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ঋষিকে স্বনাম খচিত আংটি দিতে চাইলে ঋষি আংটি'টি কমন্ডলুর মধ্যে রেখে দিতে বলেন। শ্রীরাম আশ্চর্য্য হয়ে দেখেন একই সাদৃশ্য আরোও বহু আংটি রয়েছে সেই কমন্ডলে।

শ্রীরামের অবাক প্রশ্নের উত্তরে ঋষি বলেন – এসব তোমারই আংটি। প্রতি কল্পে তুমি আমার সামনে এসে একটি করে আংটি দিয়ে এই প্রশ্নই করেছ। এরকম আরো কত কল্প আসবে, একই ভাবে তুমি আংটি দেবে আর আমাকে প্রশ্ন করবে।

সৃষ্টির অনিত্যতা ও তার চক্রের ব্যাপকতা বুঝে জাগতিক মোহ-আসক্তি থেকে মুক্ত হলেন শ্রীরাম।

এই একই কাহিনী আমরা কিছুটা অন্যরূপে হনুমান দ্বারা পাতালে নাগরাজ বাসুকি'কে শ্রীরামের আংটি প্রদর্শনের ক্ষেত্রেও পাই।

পুরাণের এই সকল কাহিনী দ্বারা প্রাজ্ঞ ঋষিগণ সময়ের ব্যপকতা এবং সৃষ্টি-স্থিতি-লয়'এর পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষুদ্র জীব মানুষের মোহ'র বিষয়ে আমাদের অবহিত ও সচেতন করে গেছেন।

সন্ত কবিরদাস'জী বলেছেন

– माया मरी न मन मरा, मर–मर गए शरीर।
आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर॥

অর্থাৎ - শরীর, মন, মায়া সবই বিনষ্ট হয়, কিন্তু মনের মধ্যে থাকা আশা-তৃষ্ণা কখনই বিনষ্ট হয় না। সুতরাং, পার্থিব মোহ-আসক্তি ইচ্ছা'তে ডুবে যাওয়া উচিত নয়।

রিপু-আসক্তির অপাতঃ নিরীহ-সাদৃশ্য রজ্জুকে ক্ষতিকর বিষধর সর্প-জ্ঞানে দূরে থাকাই সাধকের সাধন-পথে স্থির থাকার অন্যতম উপায়। ভ্রমাত্মক সর্প-রজ্জু'রুপী মায়া-বন্ধন-ছেদন দ্বারা প্রকৃত জ্ঞান ভগবত-তত্ত্ব লাভের জন্য গুরুশক্তি সহায় হোন।

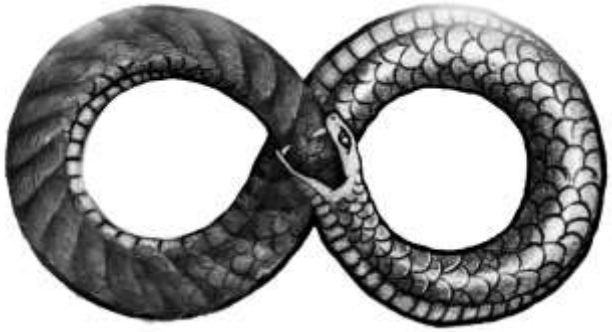

****

– তথ্যসুত্র : গুরুদেবের উপদেশ ও আলোচনা,
– অন্যান্য ইন্টারনেট-সাইট সমূহ,
– সর্বোপরি গুরুদেব ও পরমগুরু লিখিত পুস্তকলব্ধজ্ঞান

 © 2011-22 RYKYM.org All Rights Reserved

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে

– অমিত চ্যাটার্জী

ওঁ আদিনাথায় নমঃ

গীতা শাস্ত্রের সাথে ক্রিয়াবান মাত্রই পরিচিত । গীতা যোগশাস্ত্র, এবং ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ স্বরূপ; তাই, প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে 'ব্রহ্মবিদ্যাযাং যোগশাস্ত্রে' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায় । এই কারণেই ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ যোগক্রিয়ার অভ্যাসের সাথে সাথে প্রত্যহ গীতা পাঠও এক অবশ্য পালনীয় কর্তব্য ।

এই গীতা শাস্ত্রের সূত্রপাত কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে, যেখানে পাণ্ডব এবং কৌরব সেনা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত । প্রথম শ্লোকে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সেই সংবাদই দিব্য দৃষ্টি সম্পন্ন সঞ্জয়ের কাছে জানতে চেয়েছেন:

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পান্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয়।। (১/১)

অর্থ: ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের জন্য সমবেত হয়ে পান্ডু এবং আমার পুত্রগণ কি করিল?

এবার স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে- এই ক্ষেত্র যাকে কখনো 'ধর্মক্ষেত্র' আবার কখনো 'কুরুক্ষেত্র' বলে অভিহিত করা হচ্ছে, সেই ক্ষেত্রটি কোথায়? যদিও ভারতবর্ষের হরিয়ানা প্রদেশে কুরুক্ষেত্র নামক একটি জায়গা আছে, তবে হরিয়ানার কুরুক্ষেত্র গীতায় বর্ণিত ক্ষেত্র নয় । এ বিষয়ে যোগীরাজ শিষ্যদের দেখিয়ে গেছেন:

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ।। (১৩/ ১)

অর্থ: হে কৌন্তেয়! এই দেহটিই ক্ষেত্র, এবং যিনি এই দেহকে সম্যক জানেন তাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়।

যদি শরীরই ক্ষেত্র হয়, তবে পাণ্ডব এবং কৌরব কারা? বস্তুত, শরীরের সজাতীয় প্রবৃত্তি যেমন সত্যনিষ্ঠা ভাব, অনুরাগ, নিয়ম, সৎসঙ্গ, ইত্যাদিই পাণ্ডব, এবং বিজাতীয় প্রবৃত্তি বা বিকারই কৌরব পদবাচ্য।

যথার্থ ভক্ত, যাদের স্বরূপ এই রূপ:

"ছাপান্ন দন্ড রাত্রি দিনে, রাধা কৃষ্ণ গুনগানে,

স্মরণে মননে কাটাইব ।

চারি দন্ড নিদি থাকি, স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখি,

এক পল বৃথা নাহি দেবো ।।" (আলোকের পথে, পৃ. ৩৫)

সেই সকল পূর্ণ সমর্পিত সাধকদের কৌরব সেনা কোনো ক্ষতি করতে পারে না । কিন্তু আমার মত ধূর্ত, বাকপটু, আড়ম্বরশীল ব্যক্তির অবস্থা ঠিক বিপরীত:

"ছাপান্ন দন্ড রাত্রি দিনে বিষয়-বাসনা ধ্যানে

স্ত্রী-পুত্র স্মরণে কাটাইব ।

যখনই নিদি থাকি স্বপ্নে তখনি দেখি

আবার কখন, হায়, 'সিনেমা' দেখিবো ।।"

(আলোকের পথে, পৃ. ৩৫)

 © 2011-22 RYKYM.org All Rights Reserved

এই কারণেই বিভিন্ন বিকারের আক্রমণে আমায় অহরহ ক্ষতবিক্ষত হতে হয়, কারণ নিষ্ঠা এবং ভক্তির অভাব। বিভিন্ন বিকার, যেমন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মত্ততা, ঈর্ষা, সম্পর্কে বহু শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। এই বিকারগুলি মৌলিক রূপে কিছুটা হলেও সাধক চিনতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, মাঝে মধ্যেই রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ শুভ্র, বা কৃষ্ণবর্ণের গোলাকার বস্তুর দর্শন ঘটে- এই দর্শন কুটস্থে নয়, মিষ্টান্ন ভান্ডারে; এবং বস্তুগুলি যথাক্রমে রসগোল্লা, এবং কালোজাম । এই অতি উপাদেয় খাদ্যবস্তুর দর্শন মাত্রই জিহ্বা বিচলিত হয়ে ওঠে, এবং মনে এইসব বস্তু গ্রহণের তীব্র ইচ্ছা জাগে- এই বিজাতীয় প্রবৃত্তির নাম 'লোভ'।

কিন্তু যখন একাধিক বিকার বহিঃস্থ পরিস্থিতির সাথে সংযুক্ত হয় যৌগিক রূপ ধারণ করে, তাদের স্বরূপ এবং ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা প্রায়শই চিনতে পারা যায় না। যেহেতু এই বিকারগুলির স্বরূপ শাস্ত্রে বর্ণিত বিকারের স্বরূপ অপেক্ষা ভিন্ন, তাই আমি প্রায়শই এই বিকার গুলি সম্পর্কে উদাসীন থাকি, এবং নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনি । যেকোনো বিকার চিত্তে বেশীক্ষণ স্থায়ী হলে তা চিত্তবিক্ষেপের সৃষ্টি করে, এবং যথাসময়ে সতর্ক না হতে পারলে সাধকের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে; এমনকি সাধন ত্যাগেও বাধ্য করতে পারে । মহাভারতে, সপ্ত মহারথী অর্থাৎ সপ্ত বিকার একসাথে মিলেই অভিমন্যু বধ করে, এ ঘটনা আমাদের সকলেরই জানা। এই অভিমুন্য বধই শিষ্যর সাধন সমরে পরাজয় বা সাধন পথ ত্যাগ বলে মনে হয়।

এই প্রবন্ধে প্রাথমিকভাবে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই সমস্ত বিজাতীয় বিকারের স্বরূপ তুলে ধরাই আমাদের প্রচেষ্টা:

অভিমানে ক্রিয়াবান

ব্যক্তিগত ভাবে আমার 'আমি'কে সর্বাধিক পীড়া দিয়েছে- 'অভিমান'। গুরুদেবের 'ক্রিয়াযোগ প্রসঙ্গে' গ্রন্থে এই শব্দটির একাধিকবার উল্লেখ আছে, এবং তিনি বারবার এই বিকার সম্পর্কে আমাদের সচেতন করেছেন।

একটি জাগতিক উদাহরণ দিয়ে অভিমানের স্বরূপ বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। মনে করা যাক, আমি এক সুন্দর বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তির প্রতি অনুরক্ত । তার অপরূপ রূপ, সুমধুর কণ্ঠস্বর, এবং বেশ কিছু গুণ আমাকে তার প্রতি আকর্ষিত করে তুলেছে । তাই আমি নিভৃতে সেই সুন্দরীর সম্মুখে প্রেম নিবেদন করি । কিন্তু সেই হৃদয়হীনা আমার সুকোমল আবেদন প্রত্যাখ্যান করে । ফলে তার প্রতি আমার অভিমান হয় । বোঝার চেষ্টা করা যাক- অভিমানের জন্ম কিভাবে হল? অভিমানের মা 'অহংকার' অর্থাৎ আমি একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি, এই ভাব । সেই সুন্দরী কন্যার প্রতি 'মোহ' বা 'আসক্তি'ই অভিমানের পিতা। এর সাথে আছে 'পরিস্থিতি' অর্থাৎ বিপরীত ব্যক্তির প্রত্যাখ্যানজনিত দুঃখ।

এইবার, যদি ওই কন্যা আমার বন্ধুর প্রেম নিবেদন স্বীকার করে- তবে আমার অভিমান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে শুরু করে । কেন ? কারণ, এইবার আমার মনে অপর এক বিজাতীয় প্রবৃত্তি এসে গিয়েছে, যার নাম 'ঈর্ষা'। এই ঈর্ষা অনেকটা বিজ্ঞাপনের সেই বিশেষ স্বাস্থ্য পানীয়'টির মতোই, যা শিশু অভিমানকে খুব দ্রুত বেড়ে উঠতে সাহায্য করে।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে অভিমান অনেকগুলি বিজাতীয় প্রবৃত্তির যৌথ আক্রমণ। এই অভিমানের সবথেকে ভয়ানক রূপ 'গুরুদেবের প্রতি অভিমান'; যা সময়মত প্রতিহত করতে না পারলে তা সাধকের যোগজীবন সমাপ্ত করে দিয়ে, তাকে মুহূর্তেই দিকভ্রান্ত করতে পারে। ব্যক্তিগত ভাবে যে যে ক্ষেত্রে গুরুদেব'এর প্রতি আমার অভিমান হয়, এবং 'অভিজ্ঞতায় বরিষ্ঠ' ক্রিয়াবান দাদারা সেই অভিমানের খন্ডন যেভাবে করেছেন, তারই কিছু অংশ নিচে প্রস্তুত করা হলো:

গুরুদেবের প্রতি আমার অভিমানের সূত্রপাত দীক্ষা দিবস থেকেই । তারপর, দীর্ঘদিন বহু ছোট-বড় ক্ষেত্রে অভিমান জমে জমে সুমেরু পর্বত'এর থেকেও উচ্চ আকার ধারণ করেছে । গীতায় কৃষ্ণ বলেছেন, পর্বত মধ্যে তিনি (অর্থাৎ গুরুসত্তা) সুমেরু । যেহেতু আমার অভিমান সুমেরু থেকেও বেশি উঁচু, অর্থাৎ 'অভিমান' নামক বিজাতীয় প্রবৃত্তি 'গুরুভক্তি'

 © 2011-22 RYKYM.org All Rights Reserved

রূপ স্বজাতীয় প্রবৃত্তিকে পরাভূত করতে সক্ষম হয়েছে, তাই আমার মনে গুরু এবং সাধনা ত্যাগের প্রবৃত্তি মাঝেমাঝেই উঁকি ঝুঁকি মারে । এই অভিমানের স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে পর্যালোচনা করতে হলে ফিরে যেতে হবে সে দীক্ষা দিবসেই।

দীক্ষা দিবসে:

ভ্রান্তি:

ক্রিয়া নিতে এসে আমার প্রথম প্রচেষ্টা ছিল, নিজের উচ্চ বংশপরিচয় অবগত করিয়ে ক্রিয়াবান ও গুরুদেব সমক্ষে প্রতিষ্ঠা লাভ। তাই, আমি পরিকল্পনা মতো গুরুভাই বোনদের সম্মুখে সেই তথ্য প্রচার করতে শুরু করি। তারা সেই পরিচয় পেয়ে আমায় যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখতে শুরু করে, যেমনটা আমি চেয়েছিলাম । নিজের সহজাত 'ভন্ডামি' প্রবৃত্তির জন্য বাহ্য ভাবে নিজেকে নিলিপ্ত দেখালেও, অন্তরে অত্যন্ত সন্তৃপ্তি অনুভব করলাম । গুরুদেব যখন জিজ্ঞাসা করলেন ক্রিয়া নিতে আসার কারণ, একইভাবে গুরুদেবকেও প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা আমার ছিল। তাই দম্ভ ভরে বললাম- "আমার পূর্বপুরুষ পঞ্চানন ভট্টাচার্যের শিষ্য ছিলেন" । মনের ভাবটি এইরূপ, যাতে তিনি আমার সৎকার করুন- সামনে পড়ে থাকা একটি পদ্মফুল হাতে দিয়ে অভ্যর্থনা করলেই বোধহয় আমি সর্বাধিক খুশি হতাম । কিন্তু "হায়", তিনি সেভাবে কোনো প্রতিক্রিয়াই ব্যক্ত করলেন না । আমি আশাহত হলাম- যথেষ্ট অভিমান হল। মনে হল কে এই ব্যক্তি যে "আমাকে" সম্মান প্রদর্শন করছে না । তাকে এ ও জানিয়েছি, আমার পিতামহ স্বামী দ্বারিকানাথ এর শিষ্য, যার কাছে স্বয়ং যোগীবর বরদাচরণ মজুমদার মহাশয় উচ্চ ক্রিয়া প্রাপ্ত হন । এইরূপ প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা গুরুদেবের উপর আমি বহুবার করেছি, কিন্তু প্রত্যেকবারই ওনার নির্লিপ্ত ভাব, এবং আমি ব্যর্থ হয়েছি ।

মীমাংসা (সূত্র: সু-অধ্যয়ন):

বস্তুত মোহমুগ্ধ মানুষ যা দেখতে চায়, সে তাইই দেখে। যথার্থ দর্শন তার কাছে অলীক কল্পনা । সেই কারণে গীতা শাস্ত্রেও আমার প্রিয় শ্লোক:

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে।। (৬/৪১)

অর্থ: যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যবানগণের লোকাদিতে বাসনাগুলি ভোগ করে সদাচার সম্পন্ন শ্রীমান ব্যক্তিদের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।।

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্।।(৬/৪২)

অর্থ: অথবা তিনি স্থিরবুদ্ধি যোগীগণের কুলে প্রবেশ পেয়ে যান। । জগতে জীবাত্মার এই প্রকার জন্ম অবশ্যই অত্যন্ত দুর্লভ।

অর্থাৎ গীতা শাস্ত্রও বলছে, এই ধরনের জন্ম অত্যন্ত দুর্লভ । কিন্তু এই ধরনের জন্মলাভ করলেই যে ব্যক্তি যোগারুঢ় স্থিতি লাভ করবে এবং শ্রেষ্ঠ যোগীতে পরিণত হবে, সেই গ্যারেন্টি গীতা সহ কোন শাস্ত্রই দেয় না । বরং বিপরীত উদাহরণই বেশি:

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
মততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।। (৭/৩)

অর্থ: সহস্র সহস্র ব্যক্তিদের মধ্যে কদাচিৎ কোন একজন আমার প্রাপ্তির জন্য প্রযত্নশীল হন, এবং প্রযত্নশীল ব্যক্তিগণের মধ্যেও কোনো বিরল যোগীই আমার ভগবৎ-স্বরূপকে তত্ত্বত অবগত হন।

শুধুমাত্র জন্ম, বংশপরিচয়, বা বংশমর্যাদাই যথেষ্ট নয়, এবং বংশপরিচয় জনিত অহংও মায়ারই এক প্রকট রূপ। তাহলে ব্যক্তি মুক্ত কিভাবে হবে? এ বিষয়ে সদগুরু কৃষ্ণ বলেছেন:

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।। (৭/১৪)

 © 2011-22 RYKYM.org All Rights Reserved

অর্থ: আমার এই ত্রিগুণাত্মিকা দৈবী মায়া দুস্তর , কিন্তু যে ব্যক্তি অনুরাগ ও সমর্পণের সথে নিরন্তর আমার ভজনা করেন, কেবল তারাই এই মায়া অতিক্রম করতে পারেন ।

জীবের যোগে উন্নতি বা যোগারুঢ় স্থিতি লাভ- তার প্রচেষ্টা এবং গুরুর কৃপায় যুগ্ম পরিনাম । এখানে জন্ম এবং কুল অবশ্যই সংস্কার লাভ করে যোগ মার্গে অগ্রগতিতে সহায়ক, কিন্তু যদি আমি শুধুমাত্র নিজের বংশ পরিচয়ের অহংকার নিয়ে বসে থাকি তাহলে সবকিছু ব্যর্থ হয়ে যাওয়া অনিবার্য। শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ যেমন হনুমান, ব্যাস, নারদ, কবির, নানক, রবিদাস, যবন হরিদাস, যীশু, যোগীরাজ শিষ্য বৃন্দা ভগৎ, প্রিয়নাথ কাড়ার (শ্রীযুক্তেশ্বর গিরি), আবদুল গফুর খান, এদের কারো সাথেই সামাজিক কুলীনতার কোন সম্পর্ক ছিল না। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব জন্মগত নয়- তা অর্জনীয় । এ বিষয়ে যোগেশ্বর বলেছেন –

“চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।”(৪/১৩)

অর্থ: আমি মনুষ্যকে চারটি শ্রেণীতে গুন ও কর্ম অনুসারেই বিভক্ত করেছি।

এত দূর স্বাধ্যায়ের মাধ্যমে বোঝা গেলো, আমার এই অহংকার ও এই বিষয়ে গুরুদেব’এর প্রতি অভিমান নিতান্তই অমূলক।

উপদেশ প্রসঙ্গে:

ভ্রান্তি ১: গুরুদেব কি বিক্ষিপ্তমতি?

একদিন গুরুদেবের এক শিষ্য তাকে প্রশ্ন করেন, **“আমাদের জীবনে যা হয় সবই পূর্বনির্ধারিত, না তাকে পরিবর্তন করা যায়?”** সে সময় আলোচনা প্রসঙ্গে আমিও উপস্থিত ছিলাম । উত্তরে গুরুদের বলেছিলেন –**”পরিবর্তন করা যায়।”** কিছুক্ষণ পরে, গুরদেবের অন্য এক শিষ্যা দেখা করতে এলেন । তার বিবাহ আসন্ন, পাত্র এন.আর.আই- বিয়ের পর বিদেশে চলে যেতে হবে তাকেও । আসন্ন অনিশ্চিত জীবনের কথা ভেবে তিনি ব্যাকুল । তাকে গুরুদেব বললেন- **“তুমি এত ভেবে কি করবে? সব কিছুইতো ঠিক করাই আছে ।”** অর্থাৎ জগৎ অপরিবর্তনশীল। মুহুর্তের মধ্যে এই ধরনের উত্তর পরিবর্তনে আমার মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় । আমার আন্তরিক মনোভাব বুঝতে পেরে গুরুদেব বললেন- **“কিরে, এই ভাবছিস তো- এখনই তো বলল ভবিষ্যৎ পরিবর্তন করা যায়, এই আবার বলছে সবই পূর্বনির্ধারিত ।”** আমি ভেবেছিলাম উনি এই শঙ্কার নিরসন করবেন । কিন্তু আমায় অবাক করে, উনি মুচকি হেসে উঠে গেলেন । সত্য জেনেও আমাকে অন্ধকারে রেখে উঠে যাওয়ার জন্য অভিমান হল ।

মীমাংসা (সূত্র: সু-অধ্যয়ন):

গীতা শাস্ত্রের দুটি শ্লোকেও এই একই ধরনের বিরোধাভাস লক্ষ্য করা যায়:

ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে।। (৫/১৪)

অর্থ: প্রাণীগণের কর্তৃত্ব, কর্ম, এবং কর্মফলের সংযোগ সদগুরু সৃষ্টি করেন না। জড় প্রকৃতির গুণের প্রভাবেই জীবজগৎ আবর্তিত হয়।

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্বরাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।।(১১/৩৩)

অর্থ: অতএব তুমি যুদ্ধার্থে উত্থিত হও, যশ লাভ কর, এবং শত্রুদের পরাজিত করে সম্বৃদ্ধি সম্পন্ন রাজ্য ভোগ কর। এই সকল বীর, আমার দ্বারা পূর্বেই নিহত হয়েছে- তুমি নিমিত্ত মাত্র হও।

এই দুই আপাত বিরুদ্ধ শ্লোকে, প্রথমে পঞ্চম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বললেন- সবকিছু প্রকৃতির চাপে নিজে থেকেই হতে থাকে, এতে সদগুরু হস্তক্ষেপ করেন না । আবার একাদশ অধ্যায়ে তিনি অর্জুনকে বলেছেন- অর্জুন তুমি নিমিত্ত মাত্র হও, যশ লাভ করো; তোমার জন্য আমি সবকিছু আগে থেকেই করে রেখেছি ।

 © 2011-22 RYKYM.org All Rights Reserved

গীতা শাস্ত্রের আঠারোটি অধ্যায় শিষ্যের সমর্পণের আঠারোটি অবস্থার দ্যোতক বলেই মনে হয় । ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রারম্ভিক অবস্থায়, শ্রীকৃষ্ণ সারথিমাত্র এবং অর্জুন মহারথী । শেষে অষ্টাদশ অধ্যায়ে অর্জুনের –"**নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত**" স্থিতি। এই অবস্থায় অর্জুন পূর্ণ সমর্পিত শিষ্য এবং তার দৃষ্টিতে কৃষ্ণ যোগেশ্বর সদগুরু । বস্তুত প্রকৃতি ও ঈশ্বরীয় গুরু সত্তার মাঝে একটি আকর্ষণীয় রেখা আছে। যতক্ষণ শিষ্য প্রকৃতির মায়াজালে আবদ্ধ- ঈশ্বর তার জন্য কিছু করেন না, কাছে থেকে শুধুমাত্র দ্রষ্টা রূপে তার সঙ্গ দেন (যেরূপ পঞ্চম অধ্যায়ের উপদেশ বলছে) । একনিষ্ঠ ভাবে আশ্রিত হলে তবেই তিনি শিষ্যের হৃদয় দেশের সঞ্চালক হন, খণ্ডন করেন তার প্রারব্ধ । তাকে নিয়ে যান ঈশ্বরীয় ক্ষেত্রে, এবং প্রকৃতির সীমারেখা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করে দেন (যেরূপ একাদশ অধ্যায়ের উপদেশ বলছে)।

এখানে গুরুদেবের **"সব কিছুইতো ঠিক করাই আছে"** শব্দের অর্থ অধিকাংশ মানব জীবন প্রকৃতি দ্বারাই পরিচালিত, বলে মনে হয়। কারণ প্রকৃতি এবং চৈতন্য উভয়েই ঈশ্বরেরই রূপ, এবং ঈশ্বরের পূর্ণ চৈতন্য স্বরূপই গুরু ।

গুরুদেবের সেই শিষ্য যিনি এই প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি যথার্থই সমর্পিত শিষ্য, তাই তার জন্য সদগুরুই করেন এবং তিনি নিমিত্ত মাত্র ।

বস্তুতঃ শিষ্য যে স্তরে থাকে সদগুরু সেই স্তরে নেমে এসে উপদেশ দেন, উত্তর নির্ভরশীল শিষ্যর অবস্থার উপর । তাই সাধারণ দৃষ্টিতে যখন একই প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর দেখি, গুরুদেবকে আপাতভাবে বিক্ষিপ্তমতি বলে মনে হয় ।

আমার বুদ্ধির এই ধরনের ঔদ্ধত্যের কারণ, আমি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত । যা আমাকে শিখিয়েছে, কোন প্রশ্নের একটিই যথার্থ উত্তর হতে পারে, অন্যান্য সমস্ত উত্তর 'ভুল' । তাই পরীক্ষার সময় এই 'সঠিক' উত্তরটি লিখেই আমি নম্বর পাই । সদগুরু প্রদত্ত জ্ঞানকে পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে বোঝার আমার এই প্রচেষ্টা যথাযথ বলে মনে হয় না । এই জ্ঞান কে উপলব্ধি করার জন্য সহায়ক গীতা শাস্ত্র ।

সদগুরু সত্তার ধারক অধিকাংশ মহাপুরুষের উপদেশের মধ্যেই এইরূপ বিরোধাভাস পরিলক্ষিত হয়, তাই কখনো তাদেরকে 'দক্ষিণেশ্বরের পাগল ঠাকুর' বা কখনো 'বামাক্ষ্যাপা' নামে ভক্তরা অভিহিত করেন ।

ভ্রান্তি ২: গুরুদেব কি উপহাস করছেন?

আবার অন্য এক দিনের কথা, আমি নার্ভ কম্প্রেশন'এ ভুগছি এবং গুরুদেবের কাছে এসেছি প্রতিকারের আশায় । এই সমস্যার জন্য বহুদিন ক্রিয়ায় বসাও হয়নি। বহুবার বহু রকম ভাবে বলার পর, তিনি বললেন- **"আমার মনে হচ্ছে, তোমার সমস্যাটা মানসিক।"** এদিকে আমি যন্ত্রণাকাতর, ডাক্তার ফিজিওথেরাপিস্ট দুজনেই বলছেন নার্ভ কম্প্রেশন । এদিকে অন্তর্যামী গুরুদেব বলছেন, 'মানসিক সমস্যা' । মনে হল, উনি উপহাস করছেন এবং আবার আমার মনের কোনে দেখা দিল অভিমানের কালো মেঘ ।

মীমাংসা (সূত্র: আত্মবিশ্লেষণ):

মনে হয়, আমরা নিজেদের যতটা চিনি, গুরুদেব আমাদের চেনেন অনেক বেশি। তাই, এই ঘটনার বহু পরে ক্রমাগত আত্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমে বুঝতে পেরেছিলাম, এই শারীরিক সমস্যার মূল কারণ আমার প্রতিষ্ঠা বুদ্ধি । আমার মধ্যে নিজেকে 'আধ্যাত্মিক ব্যক্তি' বা 'ভালো ক্রিয়াবান' বলে প্রচার করার একটি প্রবণতা আছে । যদি ভালো ক্রিয়াবান হতাম, তবে প্রচার করার মানসিকতা থাকতো না । বরং, 'প্রতিষ্ঠা বুদ্ধি' থাকলে জানতে হবে, সাধনা শুরুই হয় নি। যখন প্রতিষ্ঠা বুদ্ধির প্রাবল্য হেতু আমি কোন তথ্য প্রকাশ করেছি, বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক সমস্যা আমায় ঘিরে ধরেছে । তাই এক্ষেত্রে মূল সমস্যা 'প্রতিষ্ঠা বুদ্ধি', যা মানসিক ।

প্রতিযোগিতা প্রসঙ্গ:

ভ্রান্তি: আমি খোকা, বন্ধু বোকা, এবং আমাদের প্রতিযোগিতা

আমি খোকা এবং আমার বন্ধু বোকা উভয়ই গুরুদেবের কাছে ক্রিয়া পেয়েছি। আমি মনে করি আমিই বড় ক্রিয়া যোগী (না ক্রিয়াবান নয়, আমি নিজেকে ক্রিয়াযোগী হিসাবেই ভেবে

 © 2011-22 RYKYM.org All Rights Reserved

এসেছি) এবং বন্ধু বোকা সে নামেও বোকা, কাজেও বোকা। সে ক্রিয়াযোগ কিছুই বোঝেনা। আর আমার ক্রিয়া অসাধারণ, অতুলনীয়। বোকা তো সেভাবে প্রাণায়াম পারেই না। তার প্রাণায়ামে আওয়াজ কই? আর আমার প্রাণায়াম মধুর শব্দ যুক্ত। আমি এত উন্নত ক্রিয়াযোগী হওয়া সত্ত্বেও গুরুদেব আমাকে সেভাবে পাত্তাই দেন না। বরং দেখি তিনি বোকাকেই বেশি ভালোবাসেন।

কখনো কখনো যখন গুরুদেব আমাকে ক্রিয়া সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করেন- আমি অত্যন্ত বিনয় পূর্বক বলি- **"বাবা, আমি কি ক্রিয়ার কিছু বুঝি?"** যদিও এটি মেকি বিনয়, আসলে আমার মনের ভাব এই রূপ –**"বাবা, আপনি একদম ঠিক লোককেই প্রশ্ন করেছেন। আমিই ক্রিয়া যথাযথ বুঝতে সক্ষম হয়েছি।"** আর যদি উনি পাল্টা প্রশ্ন করেন, **'কি বুঝেছো?'**, সে ক্ষেত্রে আমি নিরুত্তর। কিছুটা সেই ভয়েও নিজের অহংবোধকে মেকি বিনয় দিয়ে চেপে রাখতে হয়। আমি আবার মুখস্থবিদ্যাতেও অত্যন্ত পারদর্শী। তাই কিছু কিছু শ্লোক মুখস্ত করে রেখেছি, যাতে ক্রিয়াবান সমাজ এবং গুরুদেবের কাছে প্রভাব বিস্তার করা যায়। বোকার মধ্যে আমি এইসব কোনো গুনই দেখতে পাই না। সে না গীতার শ্লোক মুখস্ত রাখতে পারে, না গুরুদেবের সামনে আমার মত বুদ্ধি করে বিনয় প্রদর্শন করতে পারে। তবুও গুরুদেব আমাকে গুরুত্ব না দিয়ে, বোকাকেই বেশি গুরুত্ব দেন। এই বৈষম্যের জন্য আমার গুরুদেবের প্রতি অভিমান হয়।

মীমাংসা (সূত্র: সু-অধ্যয়ন):

ক্রিয়াযোগ সম্পর্কে মহর্ষি পতঞ্জলি যোগসূত্রে বলেছেন:

তপঃ স্বধ্যায় ঈশ্বর প্রনিধানানি ক্রিয়াযোগ: ॥

অর্থাৎ, ক্রিয়াযোগ'এর প্রধান তিনটি অংশ তপস্যা, স্বাধ্যায়, এবং ঈশ্বর প্রনিধান। এই তপ: শব্দটি দ্বারা 'যজ্ঞের প্রক্রিয়া' বা যোগক্রিয়াকেই বোঝানো হয়।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত 'আমি' বারবার ভুলে যাই, বাহ্য জগতের বিভিন্ন কোর্স এবং যোগক্রিয়ার অভ্যাস এক জিনিস নয়। বাহ্য কোর্সে পারদর্শী হতে হলে 'প্র্যাকটিস' বা অভ্যাসই সবকিছু। অপর দিকে, যোগক্রিয়ায় অভ্যাসের সাথে সাথে সাত্ত্বিক তপস্বী হওয়াও অনিবার্য। সাত্ত্বিক তপস্বী হবার জন্য ক্রিয়ার সাথে কায়িক, বাচিক, ও মানসিক তপস্যাও প্রয়োজন। এই ত্রিবিধ তপস্যার স্বরূপ সম্পর্কে সদগুরু কৃষ্ণ বলেছেন:

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূনং শৌচমার্জবম্।
ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে।। (১৭/১৪)

অর্থ: পরমেশ্বর ভগবান, দ্বিজ, সদগুরু, ও জ্ঞানী গণের পূজা, পবিত্রতা, সরলতা, ব্রহ্মচর্য ও অহিংসা- এই সকলকে কায়িক তপস্যা বলা হয়।

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতং চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে।। (১৭/১৫)

অর্থ: অনুদ্বেগকর, প্রিয়, হিতকর, ও সত্য বচন, অথচ এবং বৈদিক শাস্ত্র পাঠ করাকে বাচিক তপস্যা বলা হয়।

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে।। (১৭/১৬)

অর্থ: মনের প্রসন্নতা, সরলতা, মৌন, আত্মনিগ্রহ ও ব্যবহারে নিষ্কপটতা- এই সকলকে মানসিক তপস্যা বলা হয়।

যোগক্রিয়ার পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলেও প্রাণায়াম'এর যথার্থতা শুধুমাত্র বায়ু ক্রিয়ার প্রাবল্য এবং শব্দের উপর নির্ভরশীল নয়। গুরুদেবের কাছে জেনেছি, চক্রপথে ওঙ্কার জপ ও আলোক রশ্মির ধ্যান যথাযথ নাহলে, সেই প্রাণায়াম উত্তম প্রাণায়াম পদবাচ্য নয়। তাই শুধুমাত্র শব্দ হলেই আমার মনে যে উল্লাস হয় এবং অন্যদের প্রতি হীন ভাব আসে যে –**'তাদের হচ্ছে না'**, তা নিতান্তই অমূলক।

খুব সম্ভবত বোকার মধ্যে এই সমস্ত গুনই বিদ্যমান, যা আমার মধ্যে নেই। তাই গুরুদেব তাকে বেশি স্নেহ করেন। যেহেতু আমার কাছে বৃত্তি দর্শনের দিব্যদৃষ্টি নেই, তাই আমি

 © 2011-22 RYKYM.org All Rights Reserved

বোকা কে শুধুমাত্র তার প্রাণায়ামের তীব্র শব্দ হয় না বলে অত্যন্ত তুচ্ছ বলে মনে করি। যেহেতু বোকা খুবই উদারচিত্ত, তাই সে আমাকে ধৃষ্ঠতার জন্য ক্ষমা করে দেয়, এবং সু-সম্পর্ক বজায় রেখে চলে। আমার ভালো হচ্ছে অর্থাৎ 'আমি কর্তা' এই ভাবও যোগক্রিয়ার সর্বৈব বিরুদ্ধ । যথার্থ যোগক্রিয়ায় যুক্ত হবার পদ্ধতি সম্পর্কে গীতা শাস্ত্র বলেছে:

চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব।। (১৮/৫৭)

অর্থ: অর্জুন! সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পনপূর্বক; নিজ সামর্থের উপর বিশ্বাসী হয়ে নয়, বরং আমাতে সমর্পণ পূর্বক মৎপরায়ন হয়ে অনুষ্ঠান করো।

এ তো গেল যোগক্রিয়ার প্রসঙ্গ, আমি যে প্রপঞ্চ বা চালাকির মাধ্যমে গুরুদেবের মন জয় করে ঈশ্বর লাভের চেষ্টা করছি এবার সেই প্রসঙ্গে আসা যাক। ঈশ্বর লাভ প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন:

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ-
র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর।। (১১/৪৮)

অর্থ: এই নরলোকে বেদ দ্বারা, যজ্ঞ দ্বারা, অধ্যয়ন দ্বারা, ক্রিয়া দ্বারা বা উগ্র তপস্যা দ্বারাও আমার বিশ্বরূপ তুমি ভিন্ন কেউ দর্শন করতে পারে নি, এবং পারবেও না।

বস্তুতঃ অনুরাগী শিষ্যই অর্জুন পদবাচ্য। অর্থাৎ ঈশ্বরের সাথে একাত্ম হতে গেলে যোগাভ্যাস'এর সাথে সাথে শিষ্য হৃদয়ে গুরুর প্রতি অসীম অনুরাগ একান্ত প্রয়োজন।

রামচরিতমানস'এ তুলসীদাসজিরও একই মত:

"মিলাহি ন রঘুপতি বিনা অনুরাগা।"

কিন্তু আমি তো চালাকির দ্বারা চেষ্টা করছি; চালাকি দিয়ে হবে না, এইরূপ তো পূর্ববর্ণিত কোন শ্লোকেই লেখা নেই । 'চালাকি' বা এই রূপ ব্যবসায়িক বুদ্ধি যুক্ত প্রচেষ্টা সম্পর্কে কৃষ্ণ বলেছেন:

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে।। (২/৪৪)

অর্থ: ব্যবসায়িক বুদ্ধি দ্বারা বিমুগ্ধ চিত্ত ব্যক্তি দের পক্ষে ইষ্টে সমাধিস্থ হওয়া সম্ভবপর নয়।

অর্থাৎ এইরূপ বৃত্তি ত্যাগ না করলে যোগে উন্নতি অসম্ভব।

(ক্রমশঃ)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

অমিতাভ দত্ত, অভিজয় মিত্র, সুজয় বিশ্বাস, দীপাঞ্জন দে

তথ্যসূত্র:

[1] *আচার্য সুধীন রায়, "ক্রিয়াযোগ প্রসঙ্গে".*
[2] *স্বামী অরগড়ানন্দ পরমহংস, "যথার্থ গীতা".*
[3] *যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী, "শ্রীমদ্ভাবদগীতা".*
[4] *শ্রী শ্রী সিতারামদাস ওঙ্কারনাথ, "শ্রীমদ্ভাবদগীতা".*
[5] *যোগাচার্য আদ্যনাথ রায়, "আলোকের পথে".*
[6] *Jiddu Krishnamurti, "Freedom from the known".*

 © 2011-22 RYKYM.org All Rights Reserved

খাঁচা

– শিউলি গাঙ্গুলি

আমার দেহের খাঁচায় বাস করে যে আমি,

কূল পাইনা ভেবে-

সেকি আমি নাকি তুমি!

কেমন ভালোবাসা তোমার! কেমন প্রানে বাঁধা-

আমার ব্যাথার বিলাস হার মেনে যায়,

তোমায় ভুলি তোমার মায়ায়-

কেমন করে হবে প্রভূ প্রানের সাধন সাধা।

যতই জড়ো করি আমি- কুড়িয়ে আমার টুকরো গুলি

ততই তারা ছড়ায় পথে মাখবে বলে পথের ধুলি।

তাই ভেবেছি এবার মনে,

তুলবো না আর টুকরো গুলি-

যাক ছড়িয়ে চাওয়া পাওয়ার অহং মাখা ছেঁড়া ঝুলি।

তোমার পূজায় বসবে এবার

অশ্রুমাখা বেদনা সব,

যে বেদনা আনন্দময়- গহন, গভীর -শুধু তোমাকে চায়।

সুরের মত প্রানের মাঝে,

একতারাটি কেবল বাজে

আমার 'আমি' মুছল যেথায়-

আসন তোমার পাতা সেথায়,

পাই বা না পাই প্রভু তোমায়-সার বুঝেছে পাগল হৃদয়,

এই দেহের খাঁচায় বাস করে যে আমি,

সে তুমি শুধু তুমি।

 © 2011-22 RYKYM.org All Rights Reserved

New Book Releases

"Kriya Yoga : Jigyasa O Mimangsa"

- by Yogacharya Dr. Sudhin Ray

প্রকাশিত হল যোগাচার্য্য ডঃ সুধীন রায় প্রণীত

"ক্রিয়াযোগ - জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা"

সকল ক্রিয়াবান, ভক্তগণ ও সমগ্র আধ্যাত্মিক জগতের মানুষজনের মধ্যে যে সকল প্রশ্ন আদি অনন্তকাল ধরে নাড়া দিয়ে এসেছে, যেসকল সংশয় ও মনের দ্বন্দ্ব তাদেরকে স্থির ও শান্ত হতে দেয় না, সেই সব কিছুর মীমাংসা আচার্যদেব এই বইটিতে করেছেন। তাঁর গভীর জ্ঞানের আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করে সেই সকল তত্ত্বের যৌগিক ব্যাখ্যা করেছেন অতি প্রাঞ্জল ভাষায়। অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখিয়ে আধ্যাত্মিক মানুষজনকে করেছেন সংশয়হীন।

The questions which have intrigued the minds of Kriyabans, devotees, and spiritual seekers since time immemorial, the doubts which have not allowed them to settle down and stay calm, have been answered by Revered Gurudev in this book. In the light of his immense wisdom, he has elucidated the facts in terms of yoga. Thus, he has freed the spiritual seekers from doubts by guiding them from darkness towards light.

গুরুদেব আচার্য্য শ্রীশ্রী ডঃ সুধীন রায় মহাশয়ের আশির্বাদে রাজযোগ ক্রিয়াযোগ মিশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে - " ক্রিয়াযোগ - জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা"।

বইটি সংগ্রহ করতে যোগাযোগ করুন -

রাজযোগ ক্রিয়াযোগ মিশন

401, S.R.K. Paramhangsa Apartment
6, Dargahtala Ghat Lane,
Post: Bhadrakali, UttarPara,
West Bengal 712232
(+91 94336 63800 - শ্রী প্রবীর কুমার)

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

Sanskrit Pustak Bhandar
38, Bidhan Sarani, Kolkata-700006
Phone : (033) 2241 1208
9331927792 - শ্রী দেবাসিশ ভট্টাচার্য
sanskritpustakbhandar@gmail.com

Shri Bapi Das
(Contact: +91 9830521512)

Das and Sons
80, Chowringhee Road,
Opposite PC Chandra Jewellers
Kolkata, West Bengal – 700020.
Thursday closed.
Time – 1.00p.m. – 7.00p.m.
(Please contact before visiting)

 © 2011-22 RYKYM.org All Rights Reserved

নমঃ শিবায়

– অমিত চ্যাটার্জী

জটাধারে জাহ্নবী প্রবাহিত স্থলে,
মনি রূপ ভুজঙ্গ সুশোভিত গলে।
ডম্ ডম্ ডম্ নাদে কম্পমান ভূমি,
তান্ডবে শিবশম্ভু চরণে প্রণমি ॥

কুন্ডলিত আকাশগঙ্গা জটা জালে ধরি,
মর্তলোকে লয়ে এলে প্রভু ত্রিপুরারি।
কপালে অগ্নিশিখা ধিকি ধিকি জ্বলে,
অপরূপ রূপ তব অর্ধচন্দ্র ভালে ॥

হিমালয় তনয়ারে অর্ধ অঙ্গে ধরি,
তব অর্চনায় হৃদে প্রসন্ন হন হরি।
কৃপা কটাক্ষে তব সংকট মোচন,
তান্ডবে নটরাজ কাঁপে ত্রিভুবন ॥

দশ শতদল মাঝে সদা বিচরণ,
সর্পহার গলে প্রভু ভুজঙ্গ ভূষণ।
চর্ম এবং ভস্ম অঙ্গে অঘোরের বেশ,
'হর' রূপে হর প্রভু সকল দুখ ক্লেশ ॥

মন্থনে হলাহল কণ্ঠে ধারণ,
নীলকণ্ঠ রূপে প্রভু জগৎ তারণ।
চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি রূপ তব ত্রিনয়ন,
মহারুদ্র ত্রিশূল হস্তে বিকার নাশন ॥

উন্মনি সমাধিতে বসি অনুক্ষন,
আদিযোগী শিব রূপে যোগের সাধন।
আদিনাথ চরণে শপে প্রাণ মন,
আকুলে কাঁদিছে তব দাস পঞ্চানন ॥

ওঙ্কারেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ

© 2011-22 RYKYM.org All Rights Reserved

ক্রিয়াযোগ ও ভগবদ গীতা - ভাগ ১

– পামেলা মুখোপাধ্যায়

গত তিন বছরে বিভিন্ন সময়ে ভগবদ গীতা আলোচনা প্রসঙ্গে গুরুদেবের কাছে প্রাপ্ত জ্ঞানের আলোকে লেখা।

জ্ঞান যোগেন সংখ্যানাম/ কর্মায়োগেন যোগিনাম।।

অর্থাৎ, সাংখ্য দর্শন অনুসারে অসংখ্যভাবে তুমি পরমশক্তি কে জানতে পার। যেমন পূজা, আচার অনুষ্টান, প্রকৃতি পূজা ইত্যাদির মাধ্যমে। শেষে গিয়ে দেখবে সব ই এক। এই জানার পথ ই হচ্ছে, জ্ঞান যোগ।

গুরুদেব বলেছেন, "ওই নেতি নেতি করতে করতেই ইতি হয়"। অর্থাৎ না না বলতে বলতে হ্যাঁ হওয়া। এটাও যেমন পথ। তেমন যোগীদের উপযুক্ত পথ হলো, কর্ম বা ক্রিয়া। কর্ম দুপ্রকার, আত্মকর্ম ও প্রাণকর্ম। প্রাণ কর্ম হলো শ্রেষ্ঠ আত্মকর্ম ।

সংসারে থাকা ও কর্ম করা। সবার জন্য কর্তব্য করা। ব্যবহারিক জীবনে, বাইরের জগতের দায়িত্ব পালন করা হলো, আত্মকর্ম। এটা যেমন করতেই হয়। তেমনি নিজের জন্য আসল কর্ম হলো গুরুর দেখানো ক্রিয়াযোগ – সেটাই আসল আত্মকর্ম। এই কথাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জুনকে বারবার বুঝিয়েছেন। এটি বৈদান্তিকও বটে। কারণ বেদে প্রথম থেকেই প্রাণকর্ম সাধনা করার কথা বলা হয়েছে। যেটা করলে সকল কিছু সুষ্ঠ ভাবে হয়।

গীতা আমরা অনেকেই পড়েছি, অনেক ব্যাখ্যা হয়। গুরুদেবের কাছে গিয়ে জানতে পারলাম গীতায় কেমন করে আমাদের শরীরের কর্মের ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। ক্রিয়াযোগের আলোকে যে অমূল্য আলোচনায় থাকতে পেরেছিলাম গুরুদেবের সান্নিধ্যে তার সামান্য কিছু কিছু প্রকাশ রাখছি এখানে।

অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ
বিষাদ যোগ - শ্লোক ।। ৪১।।

আক্ষরিক ব্যাখ্যা :
যখন অধর্ম দেখা যায় বা প্রাদুর্ভাব হলে; হে কৃষ্ণ, কুলবধুগণ। স্ত্রী লোকেরা দূষণে প্রবৃত্ত হয়। তখন বর্ণসংকর উৎপন্ন হয়।।

প্রথমে একটি একটি শব্দের মানে বুঝতে হবে,
"অধর্ম" কি?

 © 2011-22 RYKYM.org All Rights Reserved

তার আগে বলি, ধর্ম কি? উত্তর, প্রাণের সেবা করা। আগের পর্বে বলেছি, প্রাণ কি? কোনটা নিজের বা কোনটা প্রাণের কাজ? আত্মকর্ম বা প্রাণ কর্ম কি? আমি যখন প্রাণের সেবা করছি না, সেটাই অধর্ম।

"অভিভবাত্" ---
দেখা যাওয়া। অর্থাৎ যখন দেখা যাচ্ছে অধর্ম, আমি আমার সাধনা করছি না। তখন হে কৃষ্ণ,....

"কুলস্ত্রিয়" --- কুলবধুগণ।
করা শরীরের কুলবধু?
অপান বায়ু এবং কুলকুণ্ডলিনী।
কারণ তারা সবাই লুকিয়ে থাকে।

"প্রদুষ্যন্তি" --- Polluted.
দূষিত হয়। কেন দূষিত হয়? আমরা সাধনা না করলে, প্রাণের সেবা না করে অধর্ম করলে অপান বায়ু এবং কুলকুণ্ডলিনী দূষিত হয়ে যায়।

"স্ত্রীষু" --- স্ত্রীলোক।
শরীরে স্ত্রীলোক কারা? কোমল স্বভাব। দয়া, মায়া, স্থিরত্ত্ব, মমত্ব, সৌন্দর্যপ্রিয়তা ইত্যাদি।

"দ্রুষ্টাসু" --- দুষ্ট/ অসৎ হলে।
অর্থাৎ শরীরের এই কোমল ভাবগুলি দুষ্ট হয়ে পড়লে কি হবে?

"বার্ষ্ণেয়" --- যিনি বিষ্ণু থেকে জাত,
অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকেই আবার সম্বোধন করা হচ্ছে।

"বর্ণসঙ্কর" --- মিশ্র জিনিস। মানুষের মনের ইচ্ছা।
অর্থাৎ, মনে তখন সব নষ্ট হবে। আর ভালো - মন্দ, সুখ - অসুখ, ঠিক - বেঠিক, ধর্ম - অধর্ম, সুন্দর - কুৎসিৎ এই দ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে শরীর ও মন। আজেবাজে স্বপ্ন দেখবে, সঠিক কাজ করতে পারবে না। তিন বর্ন বলতে এখানে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক বর্ণের কথাই বলা হয়েছে। এই তিন গুন বা বর্ন মিশে গেলে বর্ণসংকর উৎপন্ন হয়।

আপনাদের কি মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণ'র সময়ে, আজ থেকে পাঁচ/ সাত হাজার সাল আগে স্ত্রী লোকেদের মানুষ এই চোখে দেখতো? না কি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মন এত ছোট?
যে এইসব লোকায়ত মনোভাব নিয়ে তিনি গীতায় বলতে বসেছিলেন? না, কখনোই তা নয়।

এই কারণেই গীতা অতি মহান জিনিস, খুব কম মানুষ আছেন পুরনো ও সঠিক ব্যাখ্যা জানেন। তাই আমাদের মধ্যে খুব কম মানুষ আছেন গীতা পড়েছেন বা পুরো মানে বুঝেছেন। আমাদের গীতা পড়ানো হয় না, জানিও না।

যোগ শেখায় ভালো জিনিস ভাগ করে নিতে, প্রাণের সাথে যুক্ত করতে - তাই তো গীতা প্রসঙ্গে আলোচনা চাই সবার সাথে ভাগ করে নিতে। বিদ্যা ভাগ করে নেওয়াতেই আসল আনন্দ।

কবিগুরু লিখেছেন, "বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহার, সেইখানে যোগ, তোমার সাথে আমারও"।। (চলবে)

 © 2011-22 RYKYM.org All Rights Reserved

"আলোকের অন্বেষণে"

– সুজয় বিশ্বাস

শ্রী গুরুদেব ও গুরু মায়ের আশীর্বাদ এবং অনুমতি নিয়ে নিজের সামান্য বোধ অনুযায়ী কিছু অভিজ্ঞতার কথা যথাসাধ্য লেখার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলাম।

গুরুদেবের বলা কথা এক একজনের জন্য এক একরকম অর্থবহন করে। গুরুদেবের একটি কথার অর্থ একাধিক হতে পারে, যে যেরকম ভাবে নিতে পারবে সে সেরকম ভাবে নেবে এবং সময় এর সাথে বিভিন্ন কাজের উপর ভিত্তি করে গুরুদেবের কথার অর্থকে প্রকৃত পক্ষে অন্বেষণ করা সম্ভব। এই কথা প্রসঙ্গে নিম্ন লিখিত কিছু কিছু ঘটনার উল্লেখ করা হলো।

করোনা পরিস্থিতির আগে যখন পরিস্থিতি অনুকূল ছিল তখন অনেক ক্রিয়াবানরাই গুরুদেবের বাড়িতে আসতেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আসতেন গুরুদেবের মুখ থেকে কিছু উপদেশ শোনার আশায়, কেউবা আসতেন তাদের ক্রিয়ার অনুভূতি সংক্রান্ত আলোচনা করতে, কেউবা তাদের জাগতিক সমস্যার কথা জানাতে এবং সমাধান পাওয়ার আশায়, কেউ কেউ তাদের বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে আসতেন গুরুদেবের কাছ থেকে উত্তর পাওয়ার আশায়। স্বাভাবিকভাবে গুরুদেবের নির্দেশ দেওয়া আছে যে নিজের নিজের ক্রিয়া সংক্রান্ত অনুভূতির কথা গুরুদেব'কে একান্তে এসে বলতে, অন্যের সাথে আলোচনা না করে। তবুও মাঝে মধ্যে অনেকজনকেই দেখতাম তারা তাদের ক্রিয়া সংক্রান্ত কোন অনুভূতি অন্য সকল ক্রিয়াবানদের সামনেই গুরুদেবকে এসে বলতেন। গুরুদেব তাদেরকে আকারে-ইঙ্গিতে বোঝাবার চেষ্টা করতেন। কখনও বা উনি মুখেও বলতেন যে কথাগুলো এখন বোলোনা, প্রতিদিনের অনুভূতি দিনোলিপি বা Dairy'তে মনে করে লিখে রেখ, পরে তা নিয়ে আলোচনা করা যাবে অথবা আমাকে ফোন করো, তখন আলোচনা করা যাবে। সেই সময় আমার মনে মাঝেমধ্যেই প্রশ্ন আসতো দূর-দূরান্ত থেকে যে সমস্ত ক্রিয়াবানরা গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে এবং তাদের ক্রিয়ার অনুভূতি জানাতে এসেছে তাহলে তারা কিভাবে গুরুদেবকে এই সমস্ত কথাগুলো বলবার সুযোগ পাবে? একদিন আমার এই প্রশ্নের উত্তরও পেলাম। একজন ক্রিয়াবান তার অনুভূতি সংক্রান্ত সব কথা শুধুমাত্র গুরুদেবের সঙ্গেই আলোচনা করতে পারেন অন্য ক্রিয়াবানের সঙ্গে তা আলোচনা করতে পারেন না কেনো? বেশ কিছুদিন লক্ষ্য করে দেখলাম যখন এক ক্রিয়াবান তার অনুভূতির কথা অন্য সকল ক্রিয়াবানদের সম্মুখে গুরুদেব'কে বলছেন, তার ঠিক পরপর অন্য আর এক ক্রিয়াবান গুরুদেবকে বললেন এমন ক্রিয়ার অনুভূতি আমার তো এর আগে কখনও হয়নি! পরে তাদেরকেই গুরুদেবের কাছে এসে কখনো কখনো তাদের সাথে এমন অনুভূতি না হওয়ার জন্য এই বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করে দুঃখ প্রকাশ করতেও দেখে গেছে। কখনও কখনও তারা গুরুদেবকে এটাও বলতো ওরা উচ্চ আধারের মানুষজন তাই ওদের এমন অনুভূতি হচ্ছে, আর আমাদের তো ওদের মতো অমন আধার নেই তার জন্য আমাদের এমন অনুভূতি হয় না।

গুরুদেব তাদের উদ্দেশ্যে বলতেন- অন্যের দিকে মন না দিয়ে কে কার থেকে বড় আর কে কার থেকে ছোট সেটা বিচার না করে নিজে যা পদ্ধতি গুরুদেবের কাছ থেকে পেয়েছো সেই পদ্ধতি মন দিয়ে করে যাও, দেখবে একদিন ঠিক হবে। আর কখনো কোন কিছু নিয়ে এমন ভাবে দুঃখ করবে না। দুঃখ করলেই জানবে যেটুকু হয়েছিল সেইটুকুও এই দুঃখের কারণে নষ্ট হয়ে যাবে। এই দুঃখের মাধ্যমে কখন নিজের অজান্তেই নিজের মধ্যে খারাপটুকুকে নিয়ে এসে ফেলেছ তা বোঝাও যাবে

 © 2011-22 RYKYM.org All Rights Reserved

না। তাই কখনোই দুঃখ করবে না। সব সময় আনন্দে থাকো। গুরুর দিকে নিজের দৃঢ় চেষ্টা এবং সঠিক অধ্যবসায় থাকলেই দেখবে এই সমস্ত কিছু চিন্তা আর আসবে না।

কিছুদিন বাদে আবার অন্য আর এক ক্রিয়াবানকে গুরুদেব কাছে এসে বলতে শোনা গেল আগের দিন যেমন অনুভূতির কথা শুনে গিয়েছিল তারও নাকি ওই একই অনুভূতি হয়েছে। গুরুদেব উত্তর দিলেন - ভালো তো, দেখো। শুধু এলার্ট থেকো তাহলেই হবে। আমি পূর্বেই বলেছি গুরুদেবের এক কথার অর্থ একাধিক ভাবে হতে পারে, যে যেরকম ভাবে নিতে চায় সে সেই রকম ভাবে তা গ্রহণ করে। এখন কথা হচ্ছে একই অনুভূতি হওয়াটা কিভাবে সম্ভব? একেবারেই যে সম্ভব নয় তা বললে ভুল বলা হয়। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মন যখন কোনো কিছুকে শোনে বা দেখে তখন সে স্বাভাবিক ভাবেই তার মধ্যে যুক্ত হতে চায় এবং সে নিজের মধ্যেই সেই শোনা বা দেখা জিনিসটির একটা রূপরেখা অঙ্কন করে নেয়। তখন সেই ব্যাক্তি কোনটা দর্শন হচ্ছে আর কোনটা তার hallucinations সেটার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। গুরুদেব মাঝেমধ্যেই বলেন যখন কোন কিছুর সঠিক উপলব্ধি বা অনুভূতি হয় তখন তার মধ্যে কোন সন্দেহ থাকে না। আর যদি তা hallucinations হয় তার মধ্যে সন্দেহ থাকে। যেটা দেখলাম সেটা ঠিক দেখলাম তো? তাই অনুভূতি বা উপলব্ধি সংক্রান্ত যে কোনো কথাই একমাত্র গুরুদেবের সঙ্গে আলোচনা করে নেওয়াই উচিত।

এছাড়াও নিজের সঙ্গে ঘটা কিছু ঘটনার কথাও উল্লেখ করছি। মাঝে মধ্যে ক্রিয়াবানরা গুরুদেবের কাছে এসে গীতা নিয়ে আলোচনা করতেন অথবা অন্য কোনো আধ্যাত্মিক বই সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। সেই সময় ওখানে উপস্থিত থেকে আমার মনে হতো যে আমি কেন এই বইগুলো পড়িনি? তাহলে ওনাদের আলোচনা বুঝতে আমার একটু সুবিধা হতো। নিজের মধ্যে এই না-জানার দুঃখটাকে বেশ কিছুদিন ধরে রেখেছিলাম। অনেকবার জোর করে চেষ্টাও করেছি গীতা পড়বার জন্য কিন্তু কয়েক পাতা পড়বার পর আর পড়ে উঠতে পারিনি। তাই মনের মধ্যে চলা এই দুঃখের কথা গুরুদেবের কাছে একদিন প্রকাশ করেই ফেললাম। গুরুদেবকে গিয়ে বললাম গুরুদেব হিন্দু ধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ হিসেবে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'কে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়াও লাহিড়ী বাবাও বলে গেছেন দুবেলা ক্রিয়া করবার সাথে নিয়মিত ভাবে গীতা পাঠ করতে। কিন্তু আমি পড়তে পারছি কই? গুরুদেব আমার কথা শুনে বললেন- তো ঠিক আছে পড়তে পারছিস না তো পড়বি না। এই নিয়ে দুঃখ পাবার কি আছে? কারণ কেউ যখন কোন কিছুকে খুঁজতে চায় তখন তারা সেই উত্তর খোঁজার জন্য বই পড়ে থাকে। গীতা'র বা যে কোনো আধ্যাত্মিক বই'এর গুরুত্ব তখনই বোঝা যায় যখন কোন কিছু বোঝবার আশায় বা জানবার উদ্দেশ্য নিয়ে সেটা পড়া হয়। যখন গীতা কি? আর গীতা পড়ার প্রয়োজনীয়তা'টা বুঝবি তখন পড়ে নিবি। আর যদি দেখিস ক্রিয়াবানরা আমার সঙ্গে কিছু বই নিয়ে আলোচনা করছে যেখানে বুঝতে অসুবিধা হবে সেখানে বলবি এখানটা বুঝতে পারলাম না একটু বুঝিয়ে দিন, তাহলেই হল। কিন্তু এই নিয়ে দুঃখ করার কিছু নেই। আমি সেদিন লক্ষ্য করলাম গুরুদেব কত সহজেই সমস্ত ব্যাপার কে নিয়ে ভাবতে পারেন। আর কত সহজেই আমার মধ্যে চলা দুঃখটাকেও কাটিয়ে দিলেন ওই একটি কথার মাধ্যমেই। কিন্তু আমি হয়তো সত্যি করেই সেইদিন গুরুদেবের বলা কথাটির তাৎপর্য সঠিকভাবে বুঝতে পারিনি। কারণটি পরে ব্যাখ্যা করছি। গুরুদেবের মুখ থেকে আমরা সকলেই শুনেছি ক্রিয়াযোগ একটি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। কোথায় এই বিজ্ঞানগুলো লুকিয়ে আছে সেটা খুব ভালোভাবে ভাবলেই বা একটু আশেপাশে লক্ষ্য রাখলেই তা বোঝা সম্ভব। একদিন ক্রিয়া করাকালীন হঠাৎ মন থেকে উত্তর পেলাম যে আমরা যখন নাভীক্রিয়া করে থাকি তখন যে আলোর জ্যোতি আজ্ঞা চক্র থেকে মনিপুর চক্রে ও মনিপুর চক্র থেকে আজ্ঞা চক্রে আদান-প্রদান ঘটে, আসলে সেই জ্যোতিই হলো গীতা। ওই জ্যোতির মধ্য থেকে জ্ঞানকে সম্পূর্ণভাবে নিজের মধ্যে নিতে পারাই বা নিয়ে আসাই হল প্রকৃতপক্ষে গীতা পাঠ। কারণ আমরা সকলেই

 © 2011-22 RYKYM.org All Rights Reserved

দেখি জাগতিক ভাবে অন্ধকারকে দূর করার জন্য আলোর প্রয়োজন হয়। ঠিক তেমনই মনের অজ্ঞানতাকে বা অন্ধকারকে কাটানোর জন্য জ্ঞানের অর্থাৎ আলোর প্রয়োজন হয়। মহাভারতের যুদ্ধ চলাকালীন অর্জুনের সমস্ত অজ্ঞানতা, দ্বন্দ্বকে কাটিয়ে তোলার জন্য শ্রীকৃষ্ণের মুখ নিঃসৃত যে বাণী, যা তিনি অর্জুন কে বলেছিলেন আসলে তাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নামে পরবর্তীকালে অভিহিত করা হয়েছে। আমরা গীতা পড়াকালিন সেখানে দেখতে পাই যে- অর্জুনের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছে। সে ভাবছে যাদেরকে আমি মারবো তাদের মধ্যে কেউ আমার ভাই, কেউবা আমার সাথে ছোটবেলায় একসাথে খেলা করেছে, কারোর সঙ্গে আমি একসাথে খেয়েছি, কারোর সাথে আমি একসাথে বড় হয়ে উঠেছি, কেউ আমার গুরুদেব, সবাই আমার নিজেরই লোক, এদেরকে আমি কি করে মারব? তখন অর্জুনের মধ্যে চলা এই মনের দ্বন্দ্ব বা অজ্ঞানতাকে কাটিয়ে দেওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাকে বললেন যে- দেখো অর্জুন এরা কিন্তু সকলে মরেই আছে। তুমি শুধু এই ধর্ম স্থাপনের যুদ্ধের একটি মাধ্যম মাত্র। তুমি না মারলেও এই ধর্ম ও অধর্মের যুদ্ধে ধর্মকে স্থাপন করার জন্য তাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। আমরা এই সকল কিছুই শ্রীমদ্ভগবতগীতার বিষাদ-যোগ থেকে দেখতে পাই। পরবর্তীকালে ভক্তিযোগ অধ্যায়টিতে এটাও দেখতে পাওয়া যায় যে শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে অর্জুনের মধ্যে চলা সমস্ত দ্বন্দ্ব নামক অন্ধকারকে কাটিয়ে তুলে তার মধ্যে জ্ঞানের আলো জাগিয়ে তুলেছিলেন এবং ভক্তির সঞ্চার করেছিলেন। গীতাতে আমরা দেখতে পাই, কিভাবে অর্জুন তার সমস্ত দ্বন্দ্বকে কাটিয়ে উঠে তার আপনজনদের নাশ করেছিলো এবং শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ, পরমাত্মা স্বরূপ বিশ্বরূপের দর্শন পেয়েছিল। যার মধ্যে অর্জুন দেখছে যাদেরকে সে হত্যা করবে তাদের হাজার হাজার বার জন্ম হচ্ছে আবার হাজার হাজার বার মৃত্যুও হচ্ছে, সেখানে হাজার হাজার অর্জুনের জন্ম হচ্ছে এবং মৃত্যু হচ্ছে, সেখানে হাজার সূর্যের প্রকাশ হচ্ছে এবং সমস্ত গ্রহ, নক্ষত্র তারই আলোকে প্রকাশিত হচ্ছে এবং সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তারই মধ্যে থেকে সৃষ্টি হচ্ছে এবং তারই মধ্যে ধ্বংস হচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণ এই ভাবেই অর্জুনকে গীতার 18 টা অধ্যায় প্রত্যক্ষভাবে দেখানোর সাথে বলেছিলেন- যে অর্জুন তুমি দেখ, তুমি কিছু জানোনা। তোমাকে কি করতে হবে তুমি দেখো। তিনি সকল জ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে অর্জুনের মধ্যে থাকা তার প্রাণের শক্তিকে বা তেজকে জাগিয়ে দিয়েছিলেন। আমাদের দেহের মধ্যে থাকা পঞ্চ চক্রই হলো (মূলাধার চক্র, স্বাধিষ্ঠান চক্র, মনিপুর চক্র, অনাহত চক্র এবং বিশুদ্ধ চক্র) পঞ্চপান্ডব (সহদেব, নকুল, অর্জুন, ভীম এবং যুধিষ্ঠির)। জাগতিক ভাবে ঘটা মহাভারতের যুদ্ধ আসলে আমাদের এই দেহের মধ্যেই ঘটে চলেছে। ক্রিয়া করবার সময় যে আলোকরশ্মি আজ্ঞা চক্র থেকে এসে মনিপুর চক্র পড়ে তার মাধ্যমে আমাদের নিষ্ক্রিয় (inactive) হয়ে থাকা মনিপুর চক্র ধীরে ধীরে সক্রিয় (active) হয়ে ওঠে এবং মনিপুর চক্রের সমস্ত অন্ধকার দূর হয়ে আলোর সঞ্চার হয় অর্থাৎ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের মুখ নিসৃতঃ বাণী শুনে দ্বন্দ্ব যুক্ত অর্জুনের মন জ্ঞান যুক্ত হয়ে ওঠে। তার ফলে সমান বায়ু (মনিপুর চক্রে অবস্থান) সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং প্রাণের শক্তিকে জাগিয়ে তোলে। এর ফলেই আমাদের এই দেহ মধ্যস্থ সুষুম্না'র মধ্যে দিয়ে অন্তর্মুখী শ্বাস (উত্তম প্রাণায়াম) প্রবাহিত হয়ে থাকে অর্থাৎ গান্ডীব ধারী জ্ঞানী অর্জুন যুদ্ধ করতে সক্ষম হয় ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্রদের সাথে অর্থাৎ আমাদের দেহের রিপুদের সঙ্গে। ঠিক যেভাবে শ্রীমদ্ভগবত গীতার 18 টা অধ্যায়ের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই কিভাবে শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে অর্জুনের অজ্ঞানতা দূর হয়ে জ্ঞানের সঞ্চার হয়েছিল। তারপরেই অর্জুন তার আপনজনদের সাথে যুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল, ক্রিয়া কালীন আমাদের দেহের মধ্যে ঘটা ঘটনার সাথে এই একই রকম সাদৃশ্য খুঁজে পেলাম। তার পরেই গুরুদেবের সেই দিনের বলা কথার প্রকৃত অর্থ- যে গীতা কি? সেদিন নিজের কাছে পরিষ্কার হয়েছিল।

অনেক দিন থেকেই মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন প্রায় সর্বক্ষণই আনাগোনা করছিলো। অনেক রকম ভাবে উত্তর খোঁজার চেষ্টাও করেছিলাম, মন থেকে সেই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার পরও যেন ঠিকঠাক সন্তুষ্টি মিল ছিল না। তাই ঠিক করলাম এইবার প্রশ্নটা গুরুদেবেকে গিয়ে করতে হবে। তাই একদিন গুরুদেবকে গিয়ে প্রশ্ন করলাম যে, গুরুদেব বিশ্বপ্রেম ও জাগতিক প্রেমের মধ্যে

 © 2011-22 RYKYM.org All Rights Reserved

পার্থক্য কি? অনেক মানুষকেই দেখেছি যারা অন্যের ভালো চায়, পরনিন্দা পরচর্চা মধ্যে কখনও থাকে না, প্রত্যেক মানুষকে, পশু, পাখিকে ভালোবাসে ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহলে সেই সকল মানুষেরা কি বিশ্ব প্রেমের অধিকারী? নাকি কি এটা তাদের জাগতিক প্রেম? প্রশ্ন শুনে গুরুদেব কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর উত্তর দিলেন যে, দেখবি কিছু কিছু মানুষ আছে তারা নিজেদের পশু-পাখিকে যত্ন করতে খুব ভালোবাসে, তাদেরকে নিয়ে সময় কাটাতে ভালোবাসে, তাদের পক্ষে যতটা সময় দেওয়া সম্ভব ততটা সময় তারা দেয়, তাদেরকে খুব ভালো খাবার খেতে দেয়, তাদের ঘুরতে নিয়ে যায়। এক কথায় তাদেরকে পশুপ্রেমী বলা যেতে পারে। এরপর লক্ষ্য করলে দেখবি সেই সকল মানুষজন গুলো যখন তাদের গৃহপালিত কুকুর, বিড়াল কে যত্নের সঙ্গে খেতে দেয় তখন যদি রাস্তার কোনো কুকুর, বিড়াল সেখানে খাবার পাওয়ার আশায় এসে দাঁড়ায় তখন সেই সকল মানুষজন গুলো তাদের খেতে দেয় ঠিকই। কিন্তু খাবারের কম অংশটুকু। এর মানে কি দাঁড়ালো? তারা প্রেমিক ঠিকই কিন্তু প্রকৃত অর্থে নয়। কারণ তারা ভেদ জ্ঞান করলো। নিজের গৃহপালিত পশু, পাখিদের সঙ্গে রাস্তার পশু, পাখিদের মধ্যে। বিশ্ব প্রেমিক হওয়ার জন্য সর্ব প্রথম বিশ্বমনের অধিকারী হতে হয়। প্রকৃত অর্থে তারা যদি বিশ্বপ্রেমিক হত তাহলে খাবারের অংশটুকু সমান ভাগে দুজনের মধ্যে ভাগ করে দিতো। গুরুদেবের উওর শুনে মনে মনে চিন্তা করতে লাগলাম তার মানে যারা বিশ্বপ্রেমির তারা কখনো কারোর মধ্যে ভেদ করেন না। এই সকল ভাবনা চিন্তার মধ্যে দিয়েই গুরুদেব একটি কাজ করতে বললেন, হয়তো গুরুদেবের বলা কথা গুলো কতখানি বুঝতে পেরেছি সেটা পরীক্ষা করবার জন্যই তখন কাজটি করতে বলেছিলেন। আমি ছোটবেলা থেকেই বিভিন্ন ধরনের গাছ লাগাতে ও তাদের যত্ন করতে ভালবাসতাম। সেটা গুরুদেব জানতেন বলেই হইত তখন বলছিলেন যে- টবে লাগানো ফুল গাছগুলো নিচে অনেক আগাছা হয়েছে একটু পরিষ্কার করে দিলে ভালো হতো কি? আমি বললাম হ্যাঁ ভালো হতো, ঠিক আছে এখনই পরিস্কার করে দেওয়া যাক। আমি তখনও ঠিক গুরুদেবের বলা কথাগুলোর সঠিক অর্থ বুঝতে পারিনি তাই সব আগাছা গুলোকে তুলে অন্য এক জায়গায় রেখে দিলাম। গুরুদেব ঠিক তার পরেই বললেন এবার নিজের করা প্রশ্নের উত্তর পেলে কি? যে কে বিশ্ব প্রেমের আর কে জাগতিক প্রেমের অধিকারী? আমি তখনও গুরুদেবের কথা ঠিক ভাবে বুঝতে পারছিলাম না দেখে গুরুদেব একটু মুচকি হেঁসে বুঝিয়ে বললেন যে- তোকে আমি বললাম আগাছাগুলোকে ফেলে দিতে তা না হলে ভালো ফুল গাছ গুলো নষ্ট হয়ে যাবে। আর তুই কিছু না ভেবেই আমার কথা শুনে আগাছা গুলোকে ফেলে দিলি! একবারও তো ভালো করে ভেবে দেখলি না যে আগাছা বলে যাদের ভাবছিস তারাও গাছ। আগাছাগুলোকে তুলে ফেলে দেওয়ার আগে ভালো করে মন দিয়ে শুনলে শুনতে পেতিস তারাও বলছে যে- আমাদেরকে বাঁচতে দাও, যত দিন আমাদের আয়ু আছে। তার আগেই আমাদেরকে তুলে ফেলে দিচ্ছো কেন? সময়ের সাথে সাথে তো আমরা এমনিতেও নষ্ট হয়ে যাবো। গুরুদেবের মুখ থেকে এই সমস্ত কথা শোনাবার পর তখন আমি প্রকৃতপক্ষে নিজের ভুল বুঝতে পারলাম এবং গুরুদেবের দেওয়া প্রশ্নের উত্তরের সঠিক ব্যাখ্যাও খুঁজে পেলাম। গুরুদেবের কথা মতো পুনরায় তুলে ফেলে দেওয়া গাছগুলোকে অন্য একটি পাত্রে বসিয়ে দেওয়া হলো। এই ঘটনা প্রসঙ্গে আরও একটি ঘটনার কথা তখনই মনে পড়ে গেল, একইসাথে তার উত্তরও পেয়ে গেলাম। বেশ কয়েক মাস আগেই ‘সকল জীব ও জড় বস্তুর মধ্যে শিবের অবস্থান দেখার তাৎপর্য কি?’, এই প্রশ্নটি গুরুদেব কে করতে গুরুদেব বলেছিলেন- এ তো খুব সহজ উত্তর, নিজেই এর উত্তর দাও। তখন উত্তর না দিতে পারায় গুরুদেব মুচকি হেসে বলেছিলেন- সময়ের সঙ্গে এর উত্তর নিজেই খুঁজে পাবে। সেইদিন বুঝতে পারলাম গুরুদেবের ওইদিনের বলা কথাটির পিছনে কি অর্থ ছিল। যিনি বিশ্ব মনের অধিকারী, তিনি কোন বস্তুকে বা ব্যাক্তিকে পৃথকভাবে দেখে না। কারণ তিনি জানেন প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই পরমাত্মার অবস্থান। তাই যিনি কোনোও সত্ত্বার মধ্যে পার্থক্য না করে সবাই কে সমান চোখে দেখেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব প্রেমিক।

 © 2011-22 RYKYM.org All Rights Reserved

এই সকল কথা ও আলোচনা প্রসঙ্গ থেকে এটাই বোঝা যায় যে দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত কাজের মধ্যে দিয়েও ক্রিয়াকে নিয়েই সর্বদা ভাবা উচিত, সর্বদা ক্রিয়াকে নিয়েই থাকা উচিত, ক্রিয়াকেই ভালোবাসা উচিত, ক্রিয়াকেই সমস্ত প্রশ্ন করা উচিত কারণ সমস্ত প্রশ্নের উত্তরও ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাপ্ত করা সম্ভব। সঠিক ক্রিয়া অভ্যাস'এর মাধ্যমেই আসবে বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, ভক্তি, নিষ্ঠা, ধারণা, ধ্যান ও আত্মসমর্পণ।

-: জয় গুরুদেব :-

-তথ্যসুত্র: গুরুদেবের উপদেশ ও আলোচনা।

 © 2011-22 RYKYM.org All Rights Reserved

ASHRAM PUBLICATIONS

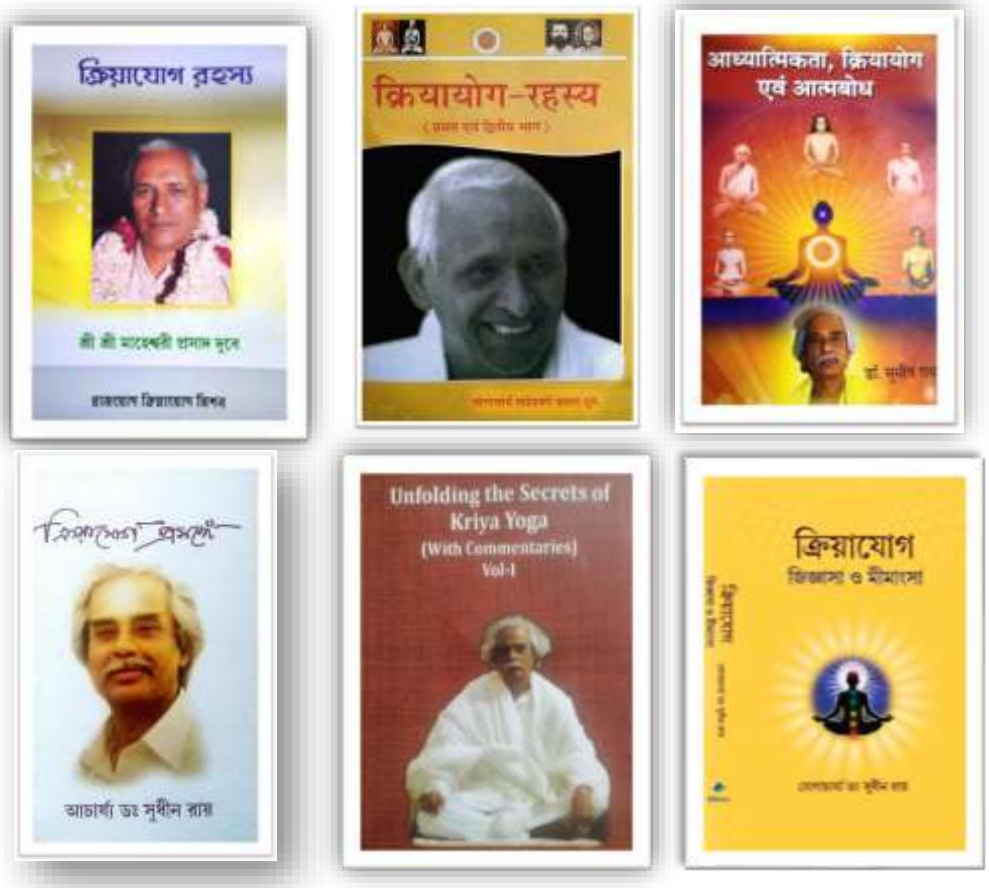

Order Ashram books and publications from our Website
www.rykym.org

ABOUT "ANWESHAN"

Anweshan is the editorial mouthpiece of RYKYM. This magazine is being published for readers interested in Kriya Yoga and spirituality. Please send your suggestions/ feedbacks on articles published in the magazine at info@rykym.org

TO KNOW MORE ABOUT KRIYA YOGA KINDLY SCAN THIS CODE FROM YOUR MOBILE DEVICE

© 2011-22 RYKYM.org All Rights Reserved

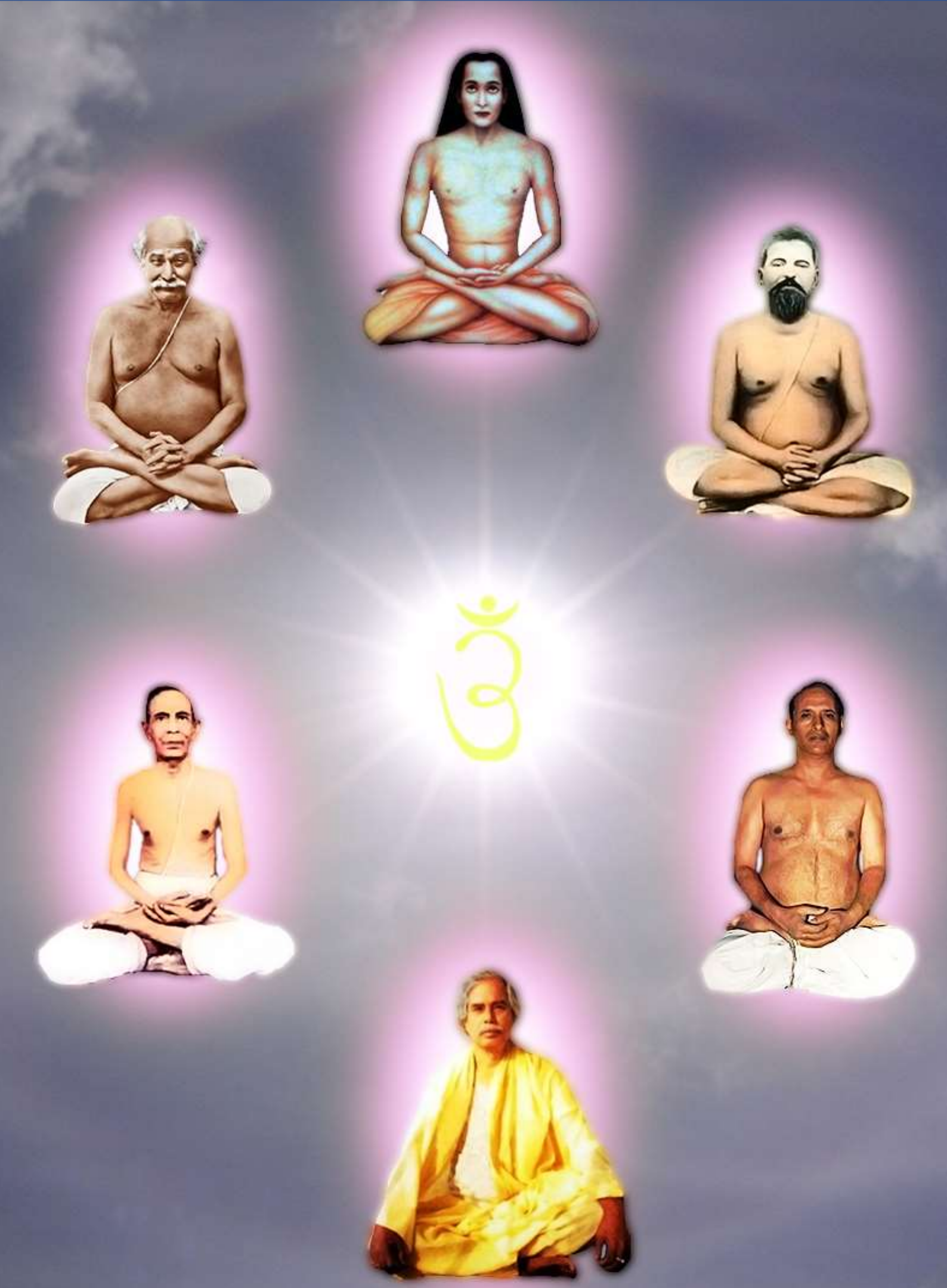

© RAJ YOGA KRIYA YOGA MISSION